CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-330 ■ 7 September, 2024 ■ আগরতলা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পরিকাঠামো পুনঃনির্মানের জন্য

৫৬৪ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। সাম্প্রতিক বন্যায় সারা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের জন্য অবিলম্বে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে ও পরিকাঠামো পুনঃনির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ৫৬৪ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ রূপায়ণ করবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেন। বিধানসভায় তিনি জানান, রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে ঘোষিত প্যাকেজের টাকা দেওয়া হবে। সাম্প্রতিক বন্যায় রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন, কৃষি ও উদ্যান, চাষযোগ্য কৃষি জমি, মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ, বিভিন্ন নদীর বাঁধ, মানুষের ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের ত্রাণ ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ৫৬৪ কোটি টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে ৭০ কোটি টাকা। পরবর্তী দু'মাসের জন্য প্রতি মাসে রেশন কার্ড প্রতি অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল দেওয়া হবে। তাতে রাজ্যের প্রায় ৯ লক্ষ ৮০ হাজার রেশন ভোক্তা উপকৃত হবেন। খারিফ ও রবি শষ্য উৎপাদনের জন্য বীজ ও সার প্রদান এবং অন্যান্য কৃষি সহায়তার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে কৃষি দপ্তরের জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। হর্টিকালচার দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। শীতকালীন সব্জি চাষ ও ফুল চাষ, পান বরজ মেরামত, সার জাতীয় উপকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ

জমি থেকে পলি অপসারণের জন্য হর্টিকালচার দপ্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। মাছের উৎপাদনের জন্য মাছের পোনা কেনা, মৎস্য খামার এবং হ্যাচারি মালিকদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য মৎস্য দপ্তরের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ প্রাণীদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান, প্রাণী সরবরাহ সহ প্রাণী খাদ্যের ব্যবস্থা খামারগুলিতে জল, ঔষুধ এবং অন্যান্য কাজের জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বই সরবরাহ করা এবং স্কুল/কলেজ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য শিক্ষা দপ্তরকে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পিডব্লিউডি (ডিডব্লিউএস) দপ্তরকে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে পানীয়জল সরবরাহ এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে এই টাকা ব্যয় করা হবে।

বিধানসভায়

তিনি জানান, শহরের রাস্তা ও পয়প্রনালী ব্যবস্থার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তরকে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা, ড্রেইন এবং অফিস ভবনের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। জীবানুমুক্তকরণ ও ডায়রিয়া প্রতিরোধে ২ হাজার ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার, ২ লক্ষ ওআরএস প্যাকেট, ২০ লক্ষ হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ১০ লক্ষ জিঙ্ক ট্যাবলেট, জ্বরের ঔষধ এবং চর্মরোগের ঔষধ কেনার জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ত (ডব্লিউআর) এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। নদীর বাঁধ, চ্যানেল, প্রধান প্রকল্পগুলির সংস্কার, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন, ট্রান্সফরমার, কন্ডাক্টর, তার এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দ্রুত সংস্কার এবং রক্ষনাবেক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ও ড্রেইনের পুনঃনির্মান, সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য পূর্ত (রোডস এন্ড বিল্ডিং) দপ্তরকে বরাদ্দ করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, জেলাশাসক এবং বিভিন্ন দপ্তরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ইস্যুতে তপ্ত বিধানসভা

বিরোধীদের ওয়াকআউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ইস্যুতে আজ বিধানসভা অধিবেশনে বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞাতসারে নানা অনিয়ম হয়েছে, এই অভিযোগ এনে রাজ্য সরকারকে রীতিমতো চেপে ধরেছিলেন। বিধায়কদের যৌথ কমিটি গঠন করে তদন্তক্রমে সমস্ত অনিয়ম খুঁজে বের করা হোক বিরোধীরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু, ওই প্রস্তাব গুরুত্ব পায়নি। তাই, অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিরোধীরা ওই কমিটি গঠনের দাবিতে সোচ্চার হন। পরিশেষে অধিবেশন ওয়াকআউট করে তাঁরা বেরিয়ে যান। ওই ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।

আজ বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজকে আইজিএম হাসপাতাল শিক্ষণ হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহারে রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আনেন। ওই নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সীমাবদ্ধতার কারণে ভারত সরকার বেসরকারি খাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনকে উৎসাহিত করছে। যার জন্য বিদ্যমান সরকারি হাসপাতালগুলোকে শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালের মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী ধারা ২(৫) এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের ২০২৩ সালের নতুন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নতুন কোর্স চালু করা এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যথাযথ সরকার কোনো ব্যক্তি/সংস্থা/ট্রাস্ট/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালে শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। এই নিয়মের অধীনে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৫৭টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে উত্তর প্রদেশে ২৭টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে।

তিনি সরকারি হাসপাতালগুলোকে শিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উদাহরণ তুলে জানান, কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ, মেঙ্গালোর কিলপোক সরকারি হাসপাতালের একটি অংশ ব্যবহার করছে। সিন্ধুদুর্গ শিকশন প্রসারক মণ্ডল মেডিকেল কলেজ, মহারাষ্ট্র সিন্ধুদুর্গ সরকারি হাসপাতালের একটি অংশ ব্যবহার করছে। জে.জে.এম. মেডিকেল কলেজ, দাভাঙ্গেরে চিগাতেরি জেনারেল হাসপাতাল এবং ডঃ ডি.ওয়াই পাতিল মেডিকেল কলেজ, পিম্পরি, পুনে ইয়শওয়ন্ত্রাও চহ্বাণ মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাথে সমঝোতা চুক্তি করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ বলপুর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের সাথে চুক্তি করেছে। কেরালা রাজ্য সরকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সরকারি মেডিকেল কলেজে পোস্টমর্টেম দেখার অনুমতি দিয়েছে। আগরতলায় আইএলএস হাসপাতালকে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারী জমি ভর্তুকিমূল্যে দেওয়া হয়েছে।

তিনি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট করে দেন, সরকারি হাসপাতালগুলোকে শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা একটি সাধারণ নিয়ম। আগের বছরগুলোতে ত্রিপুরা সরকার ২০০৬ সালে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ (টিএমসি) স্থাপনের জন্য ব্রি. বি.আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালকে (তখনকার জেলা হাসপাতাল) গ্লোবাল এডুকেশনাল ট্রাস্টকে শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। পরবর্তীতে, ত্রিপুরা সরকার টিএমসি শিক্ষার্থীদের জন্য ময়নাতদন্ত পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য মেডিকো-লিগ্যাল কাজ করার উদ্দেশ্যে এজিএমসি মর্গ কমপ্লেক্স ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এছাড়াও, রাজ্য সরকার বেসরকারি ফার্মাসি, নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল কলেজগুলোকে সরকারের হাসপাতালের সুবিধাগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেয় (যেমন এজিএমসি, ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল) শিক্ষণ হাসপাতাল হিসাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য, যেখানে একটি নির্দিষ্ট "ইউজার ডেভেলপমেন্ট ফি প্রদান করতে হয় যা সরকার দ্বারা নির্ধারিত।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস, ভারত ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি, ভবনস ত্রিপুরা কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সেস, ত্রিপুরা সুন্দরি কলেজ অফ নার্সিং, নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্সেস এবং আইএলএস নার্সিং ইনস্টিটিউট এই সব বেসরকারি কলেজগুলো ত্রিপুরার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের সুবিধাগুলো ব্যবহার করছে শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন, 'স্বাধীন ট্রাস্ট' যা কলকাতার অ্যাডিশনাল রেজিস্টার অফ অ্যাসিওরেন্স-৩ এর অধীনে নিবন্ধিত এবং বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজ চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা গত ১২ মার্চ ত্রিপুরার মেডিকেল এডুকেশন ডিরেক্টরের কাছে আবেদন জমা দিয়েছিল, যাতে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের কিছু অংশ একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি নগর স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়। ট্রাস্ট উল্লেখ করেছে যে তারা পশ্চিম ত্রিপুরার রানিরখামার মধুবন এলাকায় ২০.৪০ একর জমি কিনেছে যেখানে তারা 'ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ' নামক একটি মেডিকেল কলেজ শুরু করার পরিকল্পনা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সিনিয়র অফিসারদের একটি দল গত ১৩ মার্চ রানিরখামার, মধুবন, আগরতলা তে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করেন এবং দেখেন যে স্বাধীন ট্রাস্ট ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ, হোস্টেল এবং তাদের নিজস্ব ৫০০ শয্যার হাসপাতালের নির্মাণকাজ শুরু করেছে যা আগামী এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১,০০০ শয্যার একটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি তারা ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে (টিএসএমসি)-এ বহির্বিভাগীয় পরিষেবা (ওপিডি) শুরু করেছে।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাধীন ট্রাস্টের নিবন্ধন সম্পর্কিত সমস্ত নথি এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের মান অনুযায়ী একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের যোগ্যতা যাচাই করেছে এবং আইন বিভাগের মতামতও সংগ্রহ করেছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন গত ২৯ জুন প্রস্তাবিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং শিক্ষণ হাসপাতালের সুবিধা পরিদর্শন করার পর, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৫০টি এমবিবিএস আসনে ভর্তি করার 'অনুমতি' প্রদান করেছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজকে সম্মতি' দিয়েছে। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিতেন্দ্র ও সুদীপের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ সনাতনী ধর্মলম্বীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য ঘিরে প্রতিবাদ করায় আজ বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

প্রসঙ্গত, গত ২ আগস্ট মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে সমালোচনা শুরু হয়েছিল। সিপি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী মন্ত্রীর এই বিবৃতির তীব্র নিন্দা করেছিল। পাশাশপাশি, এই মন্তব্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীরা উৎসাহিত হবে। তাছাড়া, সিপিআইএমের তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের দিক থেকে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আজ এরই প্রতিবাদে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বিজেপির কর্মী সর্মথকরা। বিজেপির এক নেতা জানিয়েছেন, গত কিছু দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাস একটি মন্তব্য করেছিলেন। তার প্রতিবাদে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল সিপিএমের বিধায়করা। তাঁর প্রশ্ন রাহুল গান্ধি যখন বলেছিল হিন্দুরা হিংস্র হয় তখন কেন সিপিএম বিরোধীতা করে নি। এরই প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে। ভারতবর্ষে থাকতে হলে হিন্দু বিরোধীতা করলে চলবে না।

এদিকে, মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে বিধানসভায় সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের বিধায়করা। আজ সুধাংশু দাসের সমর্থনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সরকারি আবাসের সামনে কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সনাতনী ধর্মাম্বলীরা। এবিষয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের অভিযোগ, পূর্ব পরিকল্পনা করে আজ বিধানসভায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আসলে মুখোশধারী হিন্দু।

প্রসঙ্গত, মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সামপ্রদায়িক মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় এই মন্তব্যের প্রতিবাদে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন বিরোধী বিধায়করা।

এরই প্রতিবাদে আজ কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সরকারি বাসভবনের সামনে কালো পতাকা দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মী সর্মথকরা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে কলা বোঝাইকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের হাতে আক্রান্ত কর্তব্যরত টিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা — ধর্মনগরগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে কলা ব্যবসায়ীদের হাতে আক্রান্ত কর্তব্যরত টিটি। বেআইনীভাবে কামরায় কলা বোঝাইকে কেন্দ্র করে মনু স্টেশনে কর্তব্যরত টিটি আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো আজও বিচারতলী এলাকার কলাবাসীরা রেলে করে কলা ভর্তি করে নিয়ে আসে। তার ফলে যাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাছারা, যাত্রীরা রেলে ওঠানামা করতেও অসুবিধায় পড়তে হয়। আজ সাধারণ কামরায় ব্যবসায়ীরা কলা রাখলে কয়েকজন যাত্রী এবিষয়ে কর্তব্যরত টিটিকে অভিযোগ করেন। সাথে সাথে কর্তব্যরত টিটি ব্যবসায়ীদের বলে সাধারণ কামরায় কলা বোঝাই করা নিষিদ্ধ। সাথে সাথে ব্যবসায়ী সহ জনজাতী মহিলারা টিটির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মনু রেলস্টেশনে রেল থামতেই মহিলারা টিটিকে রেল থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠানো হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আক্রান্ত টিটি জানিয়েছেন, যাত্রীরা তাঁর কাছে অভিযোগ করেন কলা রাখার কারণে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবিষয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলতে গেলে তাদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হন তিনি বলে অভিযোগ।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ট্রেনে কলা বোঝাইকে কেন্দ্র করে টিটির সাথে ঝামেলা শুরু হয়েছিল।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী সত্যবতীর পরিচয় এখন লাখপতি দিদি নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৬ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিলথৈ গ্রামের এক উদ্যমী মহিলা, সত্যবতী নাথ, এখন পরিচিত 'লাখপতি দিদি' নামে। ২০২০ সালে 'কৃষ্ণা স্ব-সহায়ক দল'-এ যোগ দেওয়ার পর, তিনি টিআরএলএম(ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন)-এর সহযোগিতায় তার নিজ উদ্যোগে 'রাধা কৃষ্ণ ব্যাম্বো ক্রাফ' নামে একটি বাঁশের হস্তশিল্পের ব্যবসা শুরু করেন।

সত্যবতী নাথের পরিবারে স্বামী, এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে, তারা সবাই এই উদ্যোগে তাকে সহায়তা করে। ২০২২ সাল থেকে তিনি বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানোর আসবাবপত্র তৈরি করছেন। এছাড়া, তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর মাস্টারবুক কিপার হিসেবেও কাজ করেন। তার বাৎসরিক আয় বর্তমানে ২,৭৫,০০০ টাকার ওপরে পৌঁছেছে।

প্রায় ছয় মাস আগে, তিনি ২ লাখ টাকার একটি ঋণ নেন, যা তিনি মাসিক ১৬,০০০ টাকা করে পরিশোধ করছেন। বাঁশের হস্তশিল্পে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পক্ষ থেকে এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পানীয় জলের বোতল, মোবাইল স্ট্যান্ড, ফুলদানি, ট্রে, নৌকা, থালা, কুলা সহ নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করেন।

কিছুদিন পূর্বে রাজ্যস্তরে উনার সামগ্রী নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং তিনি যুব বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্রে গিয়ে তার তৈরি সামগ্রী বিক্রি করে সফলতার সঙ্গে লাভ অর্জন করেছেন। তার তৈরি পণ্যগুলি টি আর এল এম মেলা, সরস মেলা, দুর্গা পূজা মেলা এবং কালী পূজা মেলা সহ বিভিন্ন স্থানে বিপণন করে থাকেন।

সত্যবতী নাথের এই সাফল্য তাকে তার গ্রামের মধ্যে 'লাখপতি দিদি' হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। তিনি তার এই সাফল্যের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তার পরিবারকে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সংবেদনহীন সরকার

জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। বিজেপি পরিচালিত এই সরকার সংবেদনহীন সরকার। সংবেদনশীলতা নিয়ে তারা কাজ করে না। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেনা এই সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিধানসভা অধিবেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বলেন, শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ না হউক এটা চায় না বিরোধীরা। তবে মাঝপথে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে যেন অন্ধকার না নামে সেটা চায় বিরোধীরা। আর তার জন্য যৌথ কমিটির প্রস্তাব জানিয়েছে বিরোধীরা। কিন্তু ওই কমিটি গঠনের প্রস্তাব মানা হয়নি।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাসে মন্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এধরনের মন্তব্য যদি সামাজিক মাধ্যমে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের দলীয় অফিসে বিশাল পরিমান বিদ্যুৎ বিল বকেয়া, নিন্দা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। সিপিআইএম এবং কংগ্রেস পার্টির অন্তর্গত পার্টি অফিসগুলির বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধে বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া জানালেন বিরোধী বেঞ্চ।

বিজেপি বিধায়ক ভগবান দাস কর্তৃক প্রেরিত এটেনশন নোটিশের জবাবে মন্ত্রী রতন লাল নাথ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে প্রচুর সংখ্যক গ্রাহক সময়মতো তাদের বিল পরিশোধ করেন না যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেডের আর্থিক প্রভাবের সম্মুখীন হতে হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সিপিআইএম পার্টি অফিসের নামে নিবন্ধিত বেশ কয়েকটি সংযোগের বিশাল বকেয়া বিল রয়েছে বলে দাবি করে বিরোধী দলগুলির উপর তীব্র নিন্দা করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

একটি কংগ্রেস দলীয় অফিসও খেলাপিদের তালিকায় উঠে এসেছে এবং ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির একটি পার্টি অফিসেও একটি বকেয়া বিল রয়েছে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, "আমি বিভাগ থেকে যে তালিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি সেই তালিকা অনুযায়ী, কাবর্তোথে ওকে সিপিআইএম অফিসকে ৮১টি বিল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখনও একটি বিলের জন্য অর্থপ্রদান করা হয়নি। একইভাবে, তেলকাজলা পার্টি অফিসে ৫০টি বকেয়া বিল রয়েছে, গাবুরচেরা পার্টি অফিসে ৫০টি বিল রয়েছে এবং তালিকা চলছে। কংগ্রেস পার্টির কাছে ২৮০০০ টাকার একটি বকেয়া বিল এবং বিজেপির কাছে ৬০০০ টাকার একটি বিল রয়েছে। এই দুই পক্ষের কম পরিমাণের বিল মুলতুবি আছে"।

তিনি আরো বলেন যে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বাড়িতে একাই ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছে প্রদেয় ৯ লাখ ৬৮ হাজার ৭৫৬ টাকা বকেয়া রয়েছে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথের বিবৃতিতে বিরোধী বেঞ্চ থেকে পাল্টা জবাব দেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, "এখানে উল্লেখিত দলীয় কার্যালয়গুলি একাধিকবার ভাংচুর, এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বিল চাওয়ার আগে, আমি মন্ত্রীকে তার দলের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করছি যে তাদের কারণে ভবনগুলি কতবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে'।

অভিযোগের জবাবে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় বলেন, "বিদ্যুতের বিল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 07-09-2024, 00:53

জাগরণ আগরতলা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং
২১ ভাদ্র, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ছাত্র যুবদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়িতেছে

আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর। যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

ঘর্মাক্ত গরমে অস্থিরতা কলকাতায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ শহর ও শহরতলিতে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি কমেছে, বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। ভাদ্র মাসেই গরমে অস্থিরতা বেড়েছে মহানগরীতে, একই অবস্থা শহরতলিতেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তেমন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।চড়া রোদের দাপটে গরম বাড়ছে। সেই সঙ্গে আর্দতাজনিত অস্বস্তিও বেড়েছে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলেও, ঘর্মাক্ত গরম উধাও হচ্ছে না। শুক্রবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ শহর ও শহরতলিতে।

অত্যধিক বৃষ্টি রাজধানী দিল্লিতে, রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি চরমে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। শুক্রবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে জাতীয় রাজধানীর সর্বত্রই। দিল্লির হৌজ খাস, মুনিরকা, মোতি বাগ, আর কে পুরম, জনপথ রোড, তিন মূর্তি এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সকালের এই বৃষ্টিতে দিল্লির আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে। আর যে আশঙ্কা ছিল, তাও হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় কাজের দিন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে দিল্লিবাসীকে। দিল্লির নজফগড় রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ভূমিধসের জেরে গঙ্গোত্রী-যমুনেত্রী জাতীয় সড়ক বন্ধ

দেরাদুন, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরকাশীতে বিপর্যয়। রাস্তায় ধস নামায় অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক। থমকে যায় যান চলাচলও। উত্তরকাশীর ভয়াবহ ভূমিধসের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। শুক্রবার জানা গেছে, প্রবল বৃষ্টির পর উত্তর কাশীতে ভূমিধস হয়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় গঙ্গোত্রী-যমুনেত্রী জাতীয় সড়ক। ভূমিধসের ফলে পাহাড় থেকে একের পর এক বোল্ডার ভেঙে পড়তে থাকে। ধ্বংসস্তুপ পরিষ্কারের কাজ শুরু হলে আবার শুরু হয় ভূমিধস। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, সাম্প্রতিককালে এমন ভূমিধস আগে দেখা যায়নি।

কেজরিওয়ালের দলে ভাঙন, এএপি ছেড়ে কংগ্রেসে সামিল রাজেন্দ্র পাল গৌতম

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভাঙন ধরলো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে। শুক্রবার এএপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম। দিল্লিতে কংগ্রেসের কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, দেবেন্দর যাদব ও পবন খেরার উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম।উল্লেখ্য, শুক্রবারই এএপি-তে ইস্তফা দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম, এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস যোগ দেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর রাজেন্দ্র পাল গৌতম বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত আমরা গত ১০ বছরে ধর্মীয় ও জাতিগত উন্মাদনা বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। দাঙ্গা হচ্ছে এবং দলিত, পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘুরা নিপীড়িত হচ্ছেন। এমন এক সময়ে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রায় স্লোগান দিয়েছিলেন- ম্যা নফরাত কে বাজার মে মহব্বত কি দুকান খুলনে আয়া হুঁ।

জল জীবনের ধারক, মৃত্যুর কারক জল তো অনেক, পানীয় জল কই ?

ইংরেজ কবি Samuel Taylor Coleridge 1797-98 The Rime of the Ancient Marineró কাব্যে লিখছেন, 'Water– water– everywhere ùNor any drop to drink ঠিক ১০০ বছর বাদে ২৯ আগস্ট, ১৮৯৭ সালে ওড়িশার আলভা খালে বজরায় বসে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'দেবতার গ্রাস' কবিতাখানি, ''জল শুধু জল/দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।'' লিখছেন, ''মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর, /লোলুপ লোলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর।'' প্রায় আরও একশ বছর বাদে ১৯৮০ সালে ইউনাইটেড নেশনস বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করল, 'International Drinking Supply and Sanitation Decade' পালনের জন্য। সেই দশক পালনের পরিসমাপ্তিতে ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৯০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তা স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশ করল ডাকটিকিট : স্বচ্ছ জল Safe Water শিরোনামে; নিরাপদ, জীবাণুমুক্ত পানীয় জল গ্রহণের বার্তা দিয়ে।

জল সংক্রান্ত ভারতীয় ডাকটিকিট: ১৯৯০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর 'ভারতীয় পোস্ট' কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বচ্ছ জল' (Safe Water) বিষয়ক ডাকটিকিটটির মূল্য ছিল ৪ টাকা। ১৯৯৯ সালের ২৩ নভেম্বর ৩ টাকা মূল্যের একটি ডাকটিকিট ছাপা হয়। সেটা হল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার শ্রী সত্য সাই জল সরবরাহ প্রকল্পের ছবি। পানীয়জলের এই প্রকল্প ছিল রুখাশুখা এলাকার এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ২০০৩ সালের ৩ অক্টোবর চারটি ডাকটিকিটে জলপ্রপাতের ছবি আছে ৫ টাকা দামের আথিরাপল্লী (কেরালা), ১৫ টাকা দামের যোগ (কর্ণাটক), ৫ টাকা দামের কেমটি (উত্তরাখণ্ড) এবং ৫ টাকা দামের কাকোলাট (বিহার)। ২০০৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর জলবর্ষ পালন উপলক্ষে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, দাম ৫ টাকা। ২০১৩ সালে ৫ টাকা মূল্যের টিকিটে ভাকড়া বাঁধের ছবি। এটি ভাকড়া বাঁধের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট। এছাড়াও ভাকড়া বাঁধ নির্মাণের চার বছর পরে আলাদাভাবে দুটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। এতগুলো ডাকটিকিট প্রমাণ করে ভাকড়া বাঁধ ভারতের কাছে কত মূল্যবান। ভাকড়া ছাড়াও ১ আনা দামের দামোদর ভ্যালি (তিলাইয়া) এবং ৩০ পয়সা দামের হিরাকুঁদ বাঁধের ছবি দিয়ে (২৩ অক্টোবর, ১৯৭৯) ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল (যথাক্রমে ১৯৫৫ এবং ১৯৭৯ সালে)। ২০১৬ সালের ৪ অক্টোবর ৫ টাকা মূল্যের একটি টিকিটে পুণেতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি গবেষণা কেন্দ্র (Central Water and Power Research Station– CWPRS)-র ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

সনাতনী সংস্কৃতিতে জল:- অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তন্ত্র ও মন্ত্রে কীর্তিত, নৃত্যগীত ইত্যাদি কলাবিদ্যার দেবীরূপে চিহ্নিত হলেও আদিতে সরস্বতী ছিলেন জলের দেবী, নদীরূপে পূজিত। ''অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী।'' 'সরস' শব্দের অর্থ জল, শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর প্রধান ভূমিকা ছিল। উর্বর নদী তীরে আর্য-ঋষিরা রূপদান করেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির। সেই

সূত্রে জলের প্রত্যক্ষ দেবী কৃষি ও উর্বরতাকে ছাপিয়ে হয়ে গেলেন জ্ঞান ও বিদ্যার পরোক্ষ দেবী।

ভারতীয় পূজন পদ্ধতিতে জলশুদ্ধির কথা আছে, পুরোহিত দর্পণ খুললেই পাওয়া যায় অঙ্কুশ মুদ্রায় কোশার জলে তীর্থ আবাহনের মন্ত্র ''ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী / নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিনসন্নিধিং কুরু।'' মহাসপ্তমী তিথিতে দেবী দুর্গাকে ভৃঙ্গারে করে মহাস্নান করানো হয়, তাতে থাকে নানান জল-সম্ভার; নদীজল, শঙ্খজল, উষ্ণজল, গোময়, দধি, দুগ্ধ, স্বর্ণোদক, রজতোদক, পুষ্পোদক, ইক্ষু রস, তিল তৈল, পঞ্চকষায়োদক, নির্ঝরোদক, নারিকেলোদক, সর্বৌষধি জল, সহস্রধারা জল। নদীজলে স্নানের মন্ত্র এমনতর ''ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী /সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।।/ ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।/সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গায়ে স্নাপয়ন্তু তাঃ।'' ভারতবর্ষ যখন জলের সদ্ব্যবহারের জন্য 'নদী সংযুক্তি'-র চিন্তাভাবনা করে, তখন তার পশ্চাতে এই নদী-বোধ, নদী আবাহনের অধ্যাত্ম-দর্শন কাজ করে।

কোথায় কত জল? বিশ্বের যে এত জল ভাণ্ডার, তার সিংহভাগই কিন্তু পানের অযোগ্য, কৃষি কাজের অযোগ্য, শিল্পে ব্যবহার হলে কলকব্জা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সে জল নোনা। এই গ্রহের তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল হলেও, পার্থিব জলের প্রায় সাতানব্বই শতাংশ নোনা, তা খাঁড়ি, সাগর, মহাসাগরেরই শুধু আছে তা নয়, আছে মাটির তলার জলের খানিক অংশ জুড়ে, আছে নোনাজলের হ্রদেও। পৃথিবীর এক শতাংশের কিছু কম জল স্বাদু বা মিষ্টি, পান ও মানুষের কাজের উপযুক্ত। আর দুই শতাংশ জল জমা হয়ে আছে মেরুপ্রদেশে, গ্রিনল্যান্ড, পর্বতশিখরে।

পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণ প্রায় ১৩৯ কোটি ঘন কিলোমিটার। সমুদ্রের নোনা জল ছাড়াও ১৩ লক্ষ ঘন কিলোমিটার নোনাজল মাটির তলায় আর নোনা হ্রদে আছে। আর মিষ্টি জলের মাত্র ০.৩ শতাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ঘন কিলোমিটার জল আছে জলাভূমি, পুকুর, খাল, বিল, হ্রদ, নদী-নালায়। ১৩ হাজার ঘন কিলোমিটার আকাশে, জলীয় বাষ্প আর মেঘ হয়ে; এক হাজার ঘন কিলোমিটার জল আছে জীবদেহের কোষে-কোষে, জীবনের পরতে পরতে।

ওগো মেঘ/ তুমি উড়ে যাও/ কোন ঠিকানায়:

মেঘ মানেই কী বৃষ্টি? কবি লিখছেন, ''আসে বৃষ্টির সুবাস/বাতাস বেয়ে''। তার মানে মেঘ হল একটা আশা, মেষ-বর্ষী জলের আশা। অনেক মেঘ উড়েই যায়, ভেসেই চলে, জল দেয় না, তৃষ্ণা মেটে না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '' পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে/দলে দলে চলে,/ কেন চলে নাহি জানে।' কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখা যায় বাঙ্গলায় মেঘ চারপ্রকার --- আবর্ত, দ্রোণ, পুষ্কর, সংবর্ত। আবর্ত হল ঘূর্ণায়মান মেঘ/প্রত্যাবর্তনকারী বা পরিভ্রমণকারী মেঘ যা নির্জল, বৃষ্টি হয় না; ''আবর্ত জলদ রাজ/ সাধহ চণ্ডীর কাজ।'' 'দ্রোণ' শস্যের পরিমাপক, এই মেঘের বৃষ্টি ফসলের পরিপূরক; ''পান লব মেঘ দ্রোণ/সাধিবে আমার লোণ/শীঘ্র চল চণ্ডীকার সঙ্গে।'' 'পুষ্কর' রাজস্থানের এক হ্রদ, সেখানে জল পাওয়া খুব দুষ্কর, এই মেঘেও বৃষ্টির সম্ভাবনা বিরল; ''চলরে পুষ্কর মেঘ,/ দুষ্কর তোমার বেগ।'' 'সংবর্ত' হল মহাপ্রলয়ের মেঘ; ''সংবর্ত করহ হিত/তুমি প্রলয়ের মিত।'' কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, ''চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ''।

এছাড়া অলক মেঘ, উর্ণা মেঘ, কুন্তল মেঘ নামে যে মেঘগুলি বাঙ্গলায় পরিচিত তা সকলই তন্তুময় মেঘ বা Cirrus. অলোক মেঘ হল পেঁজা তুলোর মত, কেশগুচ্ছের মতো; উর্ণা মেঘ ভেড়ার লোমের মতো বা পশমের মতো; কুন্তল মেঘ চুলের মতো। রয়েছে কোদালে বা কুডুলে মেঘ, জমি কোপানোর মতো মেঘের দশা, পেঁজা তুলোর মতো খণ্ড খণ্ড করে কোপানো, চিত্র-বিচিত্রিত মেঘ। তখন আকাশকে বলা হয় Mackerel Sky. মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। খনার বচনে আছে, ''কোদালে কুডুলে মেঘের গা/মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।'' নজরুল লিখছেন, ''কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে, আকাশে নীল গাঙে।'' জলুয়া মেঘ বা জলো মেঘ অবশ্যই বৃষ্টি হবে, এটি Nimbus Cloud. সিঁদুরে মেঘ, হিঙ্গুলিয়া মেঘ, হিঙলে মেঘ, রাঙা মেঘ আগুনের আভার মতো লাল, পারদ-গন্ধক মিশ্রিত ঘোর রক্তবর্ণ মেঘ, সন্ধ্যারাগযুক্ত মেঘ।

ঈশানী মেঘ ''ঈশান কোণেতে ওই যে ঝড়ের বাণী/গুরু গুরু রবে কী করিছে কানাকানি।'' (গীতাঞ্জলি) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখছেন, ''ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর/উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।'' হাঁড়িয়া মেঘ হল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ; কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই, ''হাঁড়িয়া মেঘ যেন কাল কুম্ভকর্ণ''। কজ্জল মেঘের কথাও পাওয়া যায়, সেটিও ঘনকৃষ্ণ এবং সজল; রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''সিন্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে।''

মেঘ সম্পর্কিত লোকাচার:

বাঙ্গলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, ''আশায় মরে চাষা।'' পূর্ববঙ্গের একটি লোকাচার ''মেঘ্যারাণীর কুলো নামানো''; এটি নমঃশূদ্র কৃষক মেয়েদের একটি ব্রত; একটি জাদু-প্রক্রিয়া Imitative Magic, নকল বৃষ্টির আয়োজনে বাস্তবে বৃষ্টি নামবে, এই লোকবিশ্বাস। কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে রাজবংশী মেয়েরা কৃষিক্ষেত্রে বর্ষণদেবতা হুদুমদেও-র কাছে নগ্ন নৃত্য পরিবেশন করে। মুসলমানদের আর্জি ''আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে।'' কোথাও বৃষ্টি নামাতে ব্যাঙের বিয়ে, ব্যাঙের উৎসব। এদিকে মেঘবৃষ্টির কামনায় বসুধারার ব্রত পালন করে বঙ্গ-রমণী। চৈত্র বৈশাখ মাসে বন্দোবস্ত করা হয় 'তুলসী ঝারা'-র সংস্কৃতির। মেয়েলি মন্ত্র উচ্চারিত হয়, ''গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বাসুকি /তিন কুলে ভরে দাও/ধনে জনে সুখী।''

সাগরের জল থেকে পানীয়:- ভারতের প্রথম এবং সর্ব-বৃহৎ সমুদ্র-জলের নোনা-মুক্তি প্রকল্প রয়েছে চেন্নাই শহরের অদূরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ৬০ একর জায়গা জুড়ে। Chennai Water Desalination Plant Limited , IVRCL উদ্যোগের এই প্রকল্প থেকে ২৫ লক্ষ চেন্নাইবাসীর জন্য দৈনিক ১০০০ লক্ষ লিটার পানীয়জল উৎপাদিত হয়; প্রতি ঘন মিটার জলের বিক্রয়মূল্য ৬০ টাকা। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে প্রকল্প শুরুর ২৫ বছর বাদে তা রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এখানে জল পরিবর্তিত হয় Reverse Osmosis প্রক্রিয়ায়, যাতে সাগর-জলের লবণ ও অন্যান্য অশুদ্ধি সরিয়ে ফেলা যায়। সাগর-জলকে তেড়ে প্রবেশ করানো হয় সেমি-পারমিয়েবল মেমব্রেনের মধ্যে। এই পদ্ধতিতে ডিস্টিলেশনের তুলনায় কম শক্তি ব্যয় হয়। জলীয়বাষ্প শোষণ করে পানীয়: ইজরায়েলী প্রযুক্তিতে তৈরি বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প রূপান্তর করে জল তৈরির কৌশলে রয়েছে খুব সহজ একটি বিজ্ঞানের প্রয়োগ। মেশিন জলীয়বাষ্পকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করে তুলছে। এই মেশিনের দুটি অংশ Water Adsorption বা জলীয়বাষ্প শোষণ এবং Water Harvesting বা জল-চয়ন। শোষণ পর্যায়টি চলে মূলত রাতে, the device is opened– allowing air to flow into a porous MOF that grabs and holds water molicules. আর চয়ন পর্বটি সাধিত হয় মূলত দিনে, দিনের বেলায় চেম্বারটি বন্ধ রাখা হয়, সৌরশক্তির তাপ MOF কে উত্তপ্ত করে, তাতে তা জলকে বাষ্পে ছেড়ে দেয়, আর তা জমে জল হয়, সেটাই পাইপ-লাইনের কল দিয়ে ধরতে হয়। ''ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা: সে পথে পথে বের হয়ে আপন-হারা, তার চলা যায় না বলা আসলে সময় আর স্রোত থেমে থাকার সত্তাই তো নয়! Time and tide wait for none. রবীন্দ্রনাথ তা অবিশ্বাস করেননি, তবুও তো তাঁকে লিখতে হল নদীবাঁধার নাটক, মুক্তধারা, আর অভিজিৎ নামক এক বাঁধ-ভাঙ্গা যৌবন এসে উন্মুক্ত করল জলধারা। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ঝর্ণার জল অবরুদ্ধ করেছেন যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে। উদ্দেশ্য শিবতরাইবাসীকে জব্দ করা। রাজা বলছেন, ''তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।'' ভিন রাজ্যের প্রজাকে দমন করতে তাদের উর্বর শস্যশ্যামলা ভূ-খণ্ডকে মরুভূমি করে দেবার এক অমানবিক নীতি হল নদীবাঁধ। শুধু শায়েস্তা করেই ক্ষান্তি নয়, উত্তরকূটের পাঠশালায় শিশুমনে বপন করে দেওয়া হয়েছে পর-জাতির প্রতি বিদ্বেষ।

রণজিৎ : বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা : (লাফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ : কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা : (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে

রণজিৎ : কেন জব্দ করা?

ছেলেরা : ওরা যে খারাপ লোক

রণজিৎ : কেন খারাপ?

ছেলেরা : ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ : কেন খারাপ তা জান না?

গুরু : জানে বৈকি মহারাজ! কীরে, তোরা পড়িস নি? বইয়ে পড়িস নি? ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

Rival কথাটির অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী, কথাটি ফরাসী 'রিভেলিস' শব্দ থেকে এসেছে, যারা একই নদীর জল ব্যবহার করে। নদীর জলবন্টন নিয়ে শুরু হয়েছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাই আমরা দেখতে পাই মেসোপোটেমিয়া সভ্যতায় জলবন্টনের শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম করতে চালু হয়েছিল নিয়মকানুন। সেচের জল-চুরি এক শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। আজকের দিনে জল নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ, দেশে দেশে বিরোধ, জল-পাওয়া ও না-পাওয়ার কাহিনী এক হাইড্রো-পলিটিক্সের গল্প। ব্রহ্মপুত্রকে নানাভাবে বেঁধে চিন সেই জল-রাজনীতির প্র্যাকটিক্যাল শুরু করেছিল। আর প্রতিবেশী দুটি দেশের পাঠশালায় আজও কি শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে ভারত বিরোধিতা পরতে পরতে ঠিকরে পড়ে! একটা দেশকে ভেতর ও বাইরে থেকে বিব্রত করার অর্থ হল তার অস্তিত্বকে ক্রমান্বয়ে বিপন্ন করা। রবীন্দ্রনাথ এ দুটোই যুগপৎ দেখালেন 'মুক্তধারা'-য়। মুক্তিযুদ্ধ করে সে আপদ দূর হয়নি।

মরফিন আবিষ্কারের কাহিনি

সিকদার নাজমুল হক

গ্রিক উপকথার স্বপ্নদেবতা মরফিউস। ঘুমের গভীরে মানুষকে স্বপ্ন দেখান তিনি। মরফিউসের বাহুতে নিদ্রারত মানুষ উপভোগ করে গভীর ঘুমের সুখ। দেবতাদের কাছ থেকে মানুষের কাছে প্রতিচ্ছবি ও গল্পের মাধ্যমে স্বপ্নবার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব মরফিউসের। মানুষের স্বপ্নে যেকোনো আকৃতিতেই ধরা দিতে পারেন মরফিউস। স্বপ্নে যেকোনো মানুষের অনুকরণেই উপস্থিত হতে পারেন তিনি, ধারণ করতে পারেন যেকোনো রূপ। তিনি স্বপ্নের প্রভু হিসেবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিচ্ছবি পাঠাতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টিকে দিতে পারেন আকার, স্বপ্নে দেখা সৃষ্টিকে দিতে পারেন আকৃতি। গ্রিক শব্দ 'মরফি' অর্থ আকৃতি। যেহেতু তিনি স্বপ্নে যেকোনো আকৃতিতে ধরা দিতে পারেন, তাই তাঁর নাম হয়েছে মরফিউস।

মরফিউস কিন্তু মানুষকে দুঃস্বপ্ন বা অলীক স্বপ্ন দেখাতেন না। দুঃস্বপ্ন যিনি দেখাতেন, তিনি মরফিউসের ভাই ফোবিটর, যার নাম থেকে ইংরেজি ফোবিয়া অর্থাৎ ভয় শব্দটি এসেছে। তার আরেক ভাই ফ্যান্টাসাস দেখাতেন অলীক স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসাস নাম থেকেই এসেছে ইংরেজি ফ্যান্টাসি শব্দটি। স্বপ্নদেবতা মরফিউস ঘুমাতেন বিশেষ এক গুহায়, সে গুহা ভরা থাকত পপি ফুলের বীজে।

রোমান সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকালে রোমে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন, নাম পাবলিয়াস ওভিডিয়াস নাসো। ওভিড নামেও ডাকা হয় তাঁকে। তিনি লিখতেন মেটামরফোসিস নামক কবিতা। সে কবিতায় তিনি লিখেছেন মরফিউসের কথা। ইংরেজ পণ্ডিত ও লেখক রবার্ট বার্টনও মরফিউসকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর দ্য এনাটমি অব মেলাংকলি নামক বইতে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে দেবতা মরফিউসকে অমর করে রেখেছেন একজন জার্মান ওষুধবিজ্ঞানী, নাম তাঁর ফ্রিডরিশ সার্টারনার।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তীব্র ব্যথানাশক হিসেবে মরফিন এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে।

তখন ১৮০৪ সাল। পপি ফুলের বীজাধার বা ক্যাপসুল থেকে ওষুধবিজ্ঞানী ফ্রিডরিশ সার্টারনার উদ্ভাবন করেন এক যুগান্তকারী ব্যথানাশক ওষুধ মরফিন। পপিগাছ, যার বৈজ্ঞানিক নাম পাপাভের সমনিফেরাম (Papaver somniferum), লাল--- হলুদ ফুল ফোটে এতে। এ গাছের বীজাধার আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে কাটলে তা থেকে বেরিয়ে আসে একধরনের আঠালো উপাদান বা ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্স শুকিয়ে তৈরি করা হয় অপিয়াম। ফ্রিডরিশ সার্টারনার পপিগাছের অপিয়াম থেকে আলাদা করেন অ্যালকালয়েড নামে একজাতীয় উপাদান। সেই যে বলেছি, স্বপ্নদেবতা মরফিউস ঘুমাতেন যে গুহায়, তা ভরা থাকত পপি ফুলের বীজে। বিজ্ঞানী সার্টারনার তাই পপিগাছ থেকে পাওয়া সেই এলকালয়েডের নাম রাখেন 'মরফিয়াম', মরফিউসের নামানুসারে। পরে মরফিয়াম নামটি মরফিন নামে পরিচিতি পায়। অপিয়াম থেকে নানা রকম এলকালয়েড পাওয়া গেলেও, যে এলকালয়েড সবার আগে আলাদা করা হয়, তা এই মরফিন। শুধু তা—ই নয়, উদ্ভিদ থেকে আলাদা করা এলকালয়েডগুলোর মধ্যে মরফিনই আলাদা করা হয় সবার আগে। আর সার্টারনার হলেন প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি ঔষধি উদ্ভিদ থেকে অ্যালকালয়েড আলাদা করেন। এমনিভাবেই তাঁর হাত ধরে সূচনা হয় 'অ্যালকালয়েড কেমিস্ট্রি' নামে বিজ্ঞানের একটি শাখার। সার্টারনার মরফিনের কার্যকারিতা এবং অন্যান্য গুণাগুণ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চালাতে থাকেন ক্রমাগত। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অবশেষে জার্মানির বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি 'মার্ক' ১৮২৭ সালে ব্যথানাশক হিসেবে মরফিনের বাণিজ্যিক বিপণন শুরু করে। এরপর থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তীব্র ব্যথানাশক হিসেবে মরফিন এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান নামক হৃদ্রোগে এবং প্রসবকালে যে তীব্র ব্যথা হয়, তা কমাতে এ ওষুধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যানসারের ব্যথা দূর করতেও মরফিন কার্যকর। বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, আসক্তি ইত্যাদি পার্শপ্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও মরফিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

ব্যথার অনুভূতি কমানোর জন্য মরফিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সরাসরি কাজ করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে রয়েছে কয়েক ধরনের 'অপিঅয়েড রিসেপ্টর'। মরফিন এসব রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা সক্রিয় করে; প্রকাশ করে মরফিনের কার্যকারিতা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদিও তীব্র ব্যথা উপশম ও নিদ্রা উৎপাদন মরফিনের প্রাথমিক কাজ, পাকস্থলী ও অন্ত্রেও কাজ করে মরফিন, তৈরি করে কোষ্ঠকাঠিন্য। মরফিনের মতো কার্যকারিতার অন্যান্য উপাদান, যেমন হাইড্রোমরফোন, অক্সিমরফোন এবং হেরোইন তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় মরফিন।

বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, আসক্তি ইত্যাদি পার্শপ্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও মরফিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মরফিন সেবনে মাদকাসক্তি তৈরি হয় বলে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন মরফিন ব্যবহারের পর হঠাৎ এর মাত্রা কমিয়ে দিলে বা সেবন বন্ধ করে দিলে দেখা দিতে পারে 'উইথড্রয়াল সিনড্রোম' নামক শারীরিক সমস্যা। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের মরফিন সেবনে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা, কারণ নবজাতকের শরীরে এর প্রভাব কাজ করতে পারে। চিকিৎসায় মরফিনের ব্যবহার যত দিন থাকবে, তত দিন স্বপ্নদেবতা মরফিউসের নাম অমর হয়ে থাকবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নত করার আশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নজরদারি ও পরিকাঠামো উন্নত করার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু স্বাস্থ্যমহলেই প্রশ্ন উঠেছে এই আশ্বাস কতটুকু রূপায়িত হবে?

শহরের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ২,০০০ অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য রাজ্যকে প্রস্তাব করেছে।

এর মধ্যে তিনটি মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ৫০০ অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রহরীর চায়। স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র জানিয়েছে যে রাজ্যের ২৬ টি মেডিকেল কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার মোট চাহিদা প্রায় ৭ হাজার। তারা আরও প্রায় ৭ হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করতে চায়। এসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য ৯০০টির বেশি অবসরকক্ষ তৈরির দাবিও রয়েছে।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় খতিয়ে সম্প্রতি তাঁদের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগ রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজকে একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অডিট করতে এবং সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তা কর্মী, বিশ্রাম কক্ষ এবং পাবলিক টয়লেটগুলির প্রয়োজন কতটা, তা জমা দেওয়ার জন্য বলেছিল। মেডিকেল কলেজগুলির অনুরোধ যা স্বাস্থ্য বিভাগে পৌঁছেছে তা দ্রুত যাচাইয়ের পরে রাজ্য সচিবালয়ে পাঠানো হবে। এরপর তা অর্থ বিভাগে পাঠানো হবে। কর্মকর্তারা বলেছেন যে মেডিকেল কলেজগুলি থেকে যে চাহিদা এসেছে তা নজিরবিহীন। ক্যাম্পাসগুলিতে যে সুরক্ষা-ব্যবস্থা আছে, তাতে বিশাল ফাঁক রয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতালের চাহিদার মধ্যে রয়েছে ৭ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা, যেগুলি কাত করা, 'প্যান' করা ও জুম করা যাবে। রাতে কার্যকরী (নাইট ভিশন) এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্লেট পড়তে সক্ষম ক্যামেরাও চাওয়া হয়েছে।

এসব মেডিকেল কলেজে দু'হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের দাবি বেসরকারি সংস্থাগুলোর নিযুক্তির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

এছাড়াও, স্বাস্থ্য বিভাগ ডাক্তারদের জন্য ৯০টি অবসরকক্ষ তৈরি করার অনুরোধ পেয়েছে। আরজিকর-এ নিহত চিকিৎসক ৩৬ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করে সেমিনার হলে ঘুমিয়ে পড়ার পর তাঁর প্রাণনাশের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

সামাজিক মাধ্যমে সিপিএম-এর প্রাক্তন বিতর্কিত নেতার পোস্ট তুলে প্রশ্ন কুণালের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সামাজিক মাধ্যমে সিপিএম-এর প্রাক্তন বিতর্কিত নেতা দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট তুলে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

বামপন্থী চলচ্চিত্র পরিচালক দেবজিৎ কুমার ঘোষ শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে বড় হরফে লিখেছেন, "আন্দোলনকারীদের সমন্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করে ঋতুপর্ণার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

এর প্রতিক্রিয়ায় দুলালবাবু লিখেছেন, "ও কি বলেছে একটু জানলে ভাল হয় আরেকটা কথা গৌতম কুন্ডুর ব্যাপারটা আমি সব জানি। যেহেতু জেলে গৌতমের (বাবু) সাথে দীর্ঘ আলোচনা হত। অবশ্য সেটা চারিত্রিক এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।"

এটির উদ্ধৃতি দিয়ে কুণাল পৃথক পোস্টে লিখেছেন, "সিপিএম-কে চিনুন।

এবার ঋতুপর্ণার চরিত্র নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট বেলগাছিয়ার দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এখানে তাঁর জোড়া খুনের মামলা আলোচ্য নয়। কিন্তু, বর্ষীয়ান কমরেড, এইসব লিখে ঋতুপর্ণাকে ছোট করতে গিয়ে সিপিএম-এর মুখোশটাই খুলে যাচ্ছে না তো? নারীর ন্যায়বিচার চান নারীকেই অসম্মান করে?"

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)। শুক্রবার দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন নেই। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৮৬ টাকা, ডিজেল ৯২.৪৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.০৪ ডলার বা ০.০৫ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭২.৬৫ ডলারে ঘোরাফেরা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি করছে, ০.০৫ ডলার বা ০.০৭ শতাংশ কমে ৬৯.১০ ডলারে লেনদেন করছে।

PNIET No: 49/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 02/09/2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura hereby invites e-Tender on behalf of the 'Governor of Tripura' from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti (ECO) run by CNG of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 23/09/2024 for the following work, Maintenance of Govt. Quarters at Kunjaban Township Quarter Complex/Sh: Hiring of Vehicle 1 (one) Maruti (ECO) not before manufacturing year-2018, in good working condition, by the fuel (CNG) with commercial registration of the vehicle along with 1 (one) driver for the use of Assistant Engineer, Central-IV Sub-Division, PWD (Buildings), Kunjaban, Agartala during the year 2024-25. For Details visit website https:// tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 43/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24

Estimated Cost: 2,89,800.00 Earnest Money: 5,796.00 and Time for completion: 365 (three hundred sixty five) days

Last date & time for online Bidding: 23/09/2024 upto 3:00 PM

ICA/C/1477/24

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, Tripura(W).

PG Admission Notification - 2024

Applications are invited from eligible Indian citizen(s), who has passed B.Sc. (Ag./ Hort.) for admission in M.Sc. (Ag.) in 'Agronomy/ Horticulture' at College of Agriculture, Tripura for the Academic Session 2024-25. Application form and details of Admission Notification will be will be available in the official website of the College https://coatripura.ac.in during the application period i.e. 07.09.2024 to 29.09.2024. Copy of duly filled up and signed application form is to be submitted through email (coat.pgs@gmail.com) only within 29.09.2024 (application deadline).

ICA/D/803/24

Sd/- Illegible Principal
College of Agriculture, Tripura

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at Ramthakur College, Agartala on 09-09-2024 from 11:00 am to 4:00 p.m for engagement of Guest Lecturers in the following subjects:

Bengali, English, Education, Political Science, History, Sanskrit, Physical Education, Kokborok, Human Physiology, Zoology, Botany, Mathematics, Physics, Chemistry, Information Technology, Hindi, Environmental Science, NCC,NSS, Commerce (M.Com), Management (preferably Tourism), Economics, Philosophy.

Requisite Qualification: As per UGC guidelines for Govt (General) Degree colleges.

Interested candidates are requested to appear before the Interview Board with all the necessary testimonials in original and photocopies of the same alongwith an application in plain paper. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Government. Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs.500/- per class not exceeding the maximum ceiling of Rs.20, 000/- per month up to 30th November, 2024.

No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

ICA/D/ 812124

Sd/- Illegible
(Sri Nabendu Sengupta)
Principal I/C Ramthakur College
Agartala

NOTIFICATION

This is to inform all concerned that, Department of School Education & Literacy, Govt. of India in its notification vide F.No.17-3/2024-SS dated 02nd September,2024 has extended the date and timeline for fresh registration, renewal & verification of National Means cum Merit scholarship Scheme (NMMSS) 2024-25 on NSP portal till 30th September,2024. Details of extended timelines are given in below

NSP Portal open with effect from	Last Date for Students Registration/renewal on the Portal	Last date for First level(L1) verification by Institute Nodal Officer(INO)	Last date for Second level(L2) verification by District Nodal Officer(DNO)
30.06.2024	30.09.2024	15.10.2024	31.10.2024

This Notification should be brought to the notice of the students by all the respective Head of the Schools/Institutions/ Principals/District Education Officers.

For more details all concerned may visit the website URLhttps://scholarships.gov.in/ of the Department for MoE, Govt. of India.

ICA/D/809/24

(L.Darlong)
Director SCERT,Tripura

সেন্টমার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সেন্টমার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয়। জনগণের কাছে সঠিক বার্তা প্রচারের স্বার্থে গণমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত সংশোধনী প্রকাশের জন্য নির্দেশিত হয়ে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিয়েছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "সেন্টমার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে", এই শিরোনামে বিভিন্ন গণমাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হচ্ছে, যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সেন্টমার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয় বা পরিবেশ অধিদপ্তর।আজ ৫ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে সেন্টমার্টিন দ্বীপে

ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (সংশোধনী)

বিগত ০৬.০৯.২০২৪ ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী হিসাবে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য Tripura Joint Entrance Board এর তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম অনলাইন কাউন্সেলিং-এর পর দ্বিতীয় অফলাইন কাউন্সেলিং-এর জন্য নথিভুক্ত B.Sc (এগ্রি/হর্টি/কমিউনিটি সাইন্স/ফুড নিউট্রিশন ও ডায়েটিক্স) এবং B.Tech (ফুড টেকঃ/এগ্রি ইঞ্জিঃ) কোর্সে চয়েস ফিলিং করা যে সমস্ত ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী রয়েছেন তাদের আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং, সোমবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া-স্থিত প্রেক্ষাগৃহে প্রয়োজনীয় সকল অরিজিনাল কাগজ (TBJEE Admit Card/ TBJEE Score Card, H.S. Marksheet, Age Proof, PRTC, Cast Certificate, Surrender Certificate, PWD Certificate, Ex-Serviceman Certificate, OBC non-creamy layer Certificate etc.) সহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কলেজের নাম	কোর্স	অসংরক্ষিত	তপশিলী উপজাতি	তপশিলী জাতি	ওবিসি	পিডব্লিউডি	মোট আসন
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া	বি.এস.সি (এগ্রি)	১৩	০৯	০৩	০০	০০	২৫
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, ইম্ফল, মণিপুর		০৫	০১	০২	০৪	০	১২
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, কিরেমকুলাই, মেঘালয়		০২	০২	০০	০২	০	০৬
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, পাশিঘাট, অরুনাচল প্রদেশ		০২	০১	০১	০১	০	০৫
কলেজ অফ হর্টিকালচার, পাশিঘাট, অরুনাচল প্রদেশ	বি.এস.সি (হর্টি)	০২	০১	০১	০২	০০	০৬
কলেজ অফ হর্টিকালচার, থেনজল, মিজোরাম		০২	০২	০০	০২	০০	০৬
কলেজ অফ হর্টিকালচার, থর্মিওক, সিকিম		০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ ফুড টেকনলজি, ইম্ফল, মণিপুর	বি.টেক (ফুড টেক)	০২	০১	০০	০১	০০	০৪
কলেজ অফ এগ্রি ইঞ্জিঃ এবং পিএইচটি, রানিপুল, সিকিম		০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ কমিউনিটি সায়েন্স, তুরা, মেঘালয়	বি.এস.সি (কমিউনিটি সায়েন্স)	০১	০১	০১	০১	০০	০৪
কলেজ অফ কমিউনিটি সায়েন্স, তুরা, মেঘালয়	বি.এস.সি (ফুড নিউট্রিশন ও ডায়েটিক্স)	০১	০০	০০	০০	০০	০১
কলেজ অফ এগ্রি ইঞ্জিঃ এবং পিএইচটি, রানিপুল, সিকিম	বি.টেক (এগ্রি ইঞ্জিঃ)	০৩	০২	০১	০২	০০	০৮
কলেজ অফ এগ্রিকালচার, কিরেমকুলাই, মেঘালয়	বি.এস.সি (ন্যাচারাল ফার্মিং)	০২	০০	০১	০১	০০	০৪
	সর্বমোট	৩৭	২২	১২	১৮	০০	৮৯

❖ কলেজ অফ এগ্রিকালচার, লেম্বুছড়া, ত্রিপুরাতে In-Service Candidate দের জন্য সংরক্ষিত ০২ (দুই) টি আসনে একই দিনে মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

বিঃ দ্রঃ

১. বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি ও Surrender-এর নিরিখে উল্লেখিত আসন সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

২. যে সকল ছাত্র/ছাত্রী প্রথম কাউন্সেলিং-এ নির্বাচিত হয়ে এখন অব্দি ভর্তি হন নাই, নির্ধারিত সময়ের পর তাদের মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীরা সিট নেওয়ার পর পুনরায় Surrender করার কোন সুযোগ থাকবে না এবং লিখিত হলফনামার ভিত্তিতে (Written Undertaking) আসন বন্টন করা হবে।

(শরদিন্দু দাশ)
কৃষি অধিকর্তা
ত্রিপুরা

ICA/D-814/24

সন্ত্রাসের ঘাঁটি থেকে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে কাশ্মীর, মন্তব্য অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : "শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে এই অঞ্চলটি সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে।" শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, "মোদী সরকারের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীর শান্তি ও উন্নয়নের এক নতুন যুগের সাক্ষী হচ্ছে। আমি দুই দিনের সফরে জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। সেখানে আমি আজ বিজেপির সংকল্প পত্র চালু করব। কাল কার্যকর্তা সম্মেলনে আমাদের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করব।"

চন্দননগরে সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়ি, ঘনিষ্ঠের বাড়িতে ইডি

হুগলি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার সাতসকালে চন্দননগরে হানা দেয় ইডি। পাদ্রীপাড়ার বিবেকানন্দ সরণিতে আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়ি। ইডি হানা দেয় সন্দীপের এক ঘনিষ্ঠের বাড়িতেও। এদিন ভোরবেলা কেন্দ্রীয়বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে চন্দননগরের ওই বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তবে বাড়ি তালা বন্ধ ছিল।

জানা গিয়েছে, গত ৫ থেকে ৬ বছর ধরে সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়িতে কেউই বসবাস করেন না। সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরের নাম রামকৃষ্ণ দাস। তবে তাঁরা এখন এই বাড়িতে থাকেন না বলেই জানা গেছে। বাড়ি তালা বন্ধ দেখে ফিরে যান ইডি অফিসাররা।

এর পর বৈদ্যবাটি নার্সারি রোডে কুণাল রায়ের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়েই শঙ্করপল্লিতে কুণাল রায়ের বাড়িতে ঢোকেন তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরে দরজা খোলেন তিনি। কুনালের এক আত্মীয় জানান, কুণাল মেডিকেল লাইনে, বেসরকারী সংস্থায় চাকরি করেন। কলকাতাতেই থাকেন। কেন তাঁর বাড়িতে তল্লাশি তা কেউ জানেন না।

বাংলাদেশে উপর্যুপরি হিন্দু-নিধনে শঙ্কা তথাগতর

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত নয় একেবারেই"। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু এদিন অপর একজনের একটি পোস্ট পুনরায় টুইট করেছেন। তাতে লেখা, "উৎসব মন্ডল হত্যার পর আবারো একজন হিন্দু মেয়ে প্রিয়াঙ্কি দাস নিখোঁজ। সত্যিই বাংলাদেশে এই একের পর এক ঘটনা প্রমাণ করছে সেখানে হিন্দুরা সুরক্ষিত নয় একেবারেই।"

NIT NO: e-PNIT-08/EE/ RDD/STC/2024-2025 Dated:- 05/09/2024

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 A.M. of 19/09/2024 for 05 (Five) numbers of material procurements. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 1480/24

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

PNIe-T NO:-22/EE-1/2024-25, Dated 04/09/2024

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 11-09-2024 for 03 (Three) Nos. Flood Damage Repair work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/1494/24

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ সন্দীপ ঘোষের আর্জি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন আর জি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর আবেদনে সাড়া দিল না সর্বোচ্চ আদালত। সন্দীপ ঘোষের মামলা ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তারা মনে করছে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।আদালতের তরফে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবীকে জানানো হয়েছে, "এই মামলায় আপনি (সন্দীপ ঘোষ) হস্তক্ষেপের জায়গায় নেই। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে আছে"।আর জি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সন্দীপ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 11/EE-IED/AMB/2024-25
Dated: 04/09/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	37/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 6,83,444.00	₹ 13,669.00	Upto 17.00 Hrs on 23/09/2024	At 10.00 Hrs On 24/09/2024
2	38/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 5,56,938.00	₹ 11,139.00		
3	39/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 3,27,349.00	₹ 6,547.00		
4	40/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 3,07,245.00	₹ 6,145.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

ICA/C/1485/24

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)' Executive Engineer
IE Division, Ambassa, PWD

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited on behalf of the Governor of Tripura from interested lawful owners of light Vehicle (Maruti Swift Desire Petrol) having valid registration and Commercial Permit issued by the Transport Authority of Tripura for hiring 01 (One) No. of Vehicle on rental basis initially for a period of 1 (one) year for use within the state on the following Terms & Conditions:-

Particulars of Vehicle with Registration No.	Year of manufacturing & date of purchase of Vehicle	Name & Address of the Owner	Rate			Particulars of earnest money
			Detention Charge per day	Charge per KM	Over time duty beyond 08 (eight) hours	
1	2	3	4	5	6	7

Tenders will be received at Regional College of Physical Education (RCPE), Panisagar, North Tripura w.e.f. 09.09.2024 to 18.09.2024 during 10.00 am to 05.30 pm and will be opened on 20.09.2024 pm.

Details of the Tender may be collected from Regional College of Physical Education (RCPE), Panisagar, North Tripura in any working days during office hours.

ICA/C/1489/24

(DR. JOYDEB DAS)
Assistant Professor & HO
Regional College of Physical Education Panisagar, North Tripura

NO.F.4 (79)-H&SC/DDH/W/P-1/2024-25/3353 Dated:-.92/9/2024.
NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura. the Dy. Director of Horticulture (West) invites sealed quotation from local bonafied Agencey/individual to supply of different sizes well burnt "Earthen Tub" for different premier institutes like Rajbhavan, New Secretariat Garden. Assembly-Garden, VVIP Bungalows' Garden, Rabindra kanan and other areas under O/o the Dy. Director of Horticulture (West). The intending quotationer may submit Quotation in the office of the undersigned on 13/09/2024 from 11 A.M to 3.00 P.M and the same will be opened on the day if possible. The Quotationer or his representative may remain present at the time of opening of the quotation.

Sl. No	Item	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of selling quotation from & last date of receiving the same	Cost of Quotation form
1	2	3	4	5	6
1	Supply of different sizes well burnt Earthen Tubs under Dy. Director of horticulture (West)	Rs.1,99,900/-	Rs.6000/-	Last date of selling form 12/09/2024 up to 4.00 P.M Date of receiving quotation 13/09/2024 11.00 A.M to 3.00 P.M	Rs.100/- (Rupees one hundred) only

Last date of selling form 12/09/2024 up to 4.00 P.M Date of receiving quotation 13/09/2024 11.00 A.M to 3.00 P.M

All detailed like 'Terms & Conditions' as well as specification of Earthen Tub etc. may be obtained from the O/o the undersigned between 11.00 A.M to 4 P.M during the working days.

ICA/C/1469/24

(Ar.Suit Das)
Dy. Director of Horticulture
West Tripura Dist. Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/NIT/EE/PWD/AMP/2024-25
Dated: 04-09-2024

Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/3519-3587

Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.

Dated: 04-09-2024

Last date and time for document downloading and bidding: -11-09-2024 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 11-09-2024 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT NO:- 36/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 24,26,872.00	Rs.48,537.00	180 Days	Appropriate Class
2	DNIT NO:- 37/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 24,26,919.00	Rs.48,538.00	90 Days	
3	DNIT NO:- 38/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs. 24,26,978.00	Rs.48,540.00	90 Days	
4	DNIT NO:- 29/DNIT/R /EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.24,24,021.00	Rs.48,480.00	90Days	
5	DNIT NO:- 30/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2024-25	Rs.24,26,099.00	Rs.48,522.00	90Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.

All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

ICA/C/1466/24

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD (R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/KLSD/2024-25 dated 04/09/2024

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT-39/EE/KLSD/2024-25.	Rs.24,14,159.00	Rs.48,283.00	45 Days	Up to 15.00 Hrs on 11-09-2024	At 16.00 Hrs on 11-09-2024	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class
2	DNIT-40/EE/KLSD/2024-25.	Rs.24,14,249.00	Rs.48,285.00	45 Days				
3	DNIT-41/EE/KLSD/2024-25.	Rs.24,14,644.00	Rs.48,293.00	45 Days				
4	DNIT-16/SE(I)/KGT/2024-25.	Rs.1,44,35,578.00	Rs.2,88,712.00	45 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C/1473/24

(Er. Pradip Chandra Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

কাজের সন্ধান

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরি, অনলাইনে আবেদনে এপ্রেন্টিস পদে ৩,৩১৭ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডসহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট-ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচআরডিডি/ এপিপিআর/ ০১/ ২০২৪-২৫। তারিখ ২৮ আগস্ট, ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ রয়েছে। মোট শূন্যপদ ৫৫০টির মধ্যে ২৮৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৭৮টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ২৬টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১১৮টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৪টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ২২টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা-গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। এমসিকিউ প্যাটার্নে প্রশ্ন থাকবে ১০০টি। সময় ৯০ মিনিট। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এন্ড রিজনিং এপ্টিটিউড, কম্পিউটার অথবা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও কেন্দ্র তথা পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ৭ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ও ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে রাজ্যভিত্তিক স্থানীয় ভাষায় দক্ষতার ভিত্তিতে। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে এপ্রেন্টিস পদে যোগদান করতে হবে। প্রশিক্ষণকাল ১ বছর। যিনি যে রাজ্যে পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে। এপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণকালীন সময়ে মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে সম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ২২ সেপ্টেম্বর, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, হেডকনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, পাইওনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* স্টিল অথরিটিতে **ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* শক্তি মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেনি, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* সুপ্রিম কোর্টে **এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কলকাতা সহ সারা দেশে ১৬টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **নার্সিং অফিসার, ফার্মাসিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, সিএ, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।
* রেল মন্ত্রকের অধীনে **প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।
* শিপ-ইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রকে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।
* নেভি-তে **মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল (আইটিবিপি)**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ২২ সেপ্টেম্বর, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, হেডকনস্টেবল (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ১২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, পাইওনিয়ার (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ২০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ২০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি, অপারেটর (শক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এটেন্ড্যান্ট (সুপ্রিম কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কলকাতা সহ সারা দেশে ১৬টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার, ফার্মাসিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, সিএ, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড)**
শূন্যপদ ঃ ২৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (বহিঃরাজ্যে)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

কর্পোরেট হেলথ সেক্টরে সাক্ষাৎকার ও আবেদন ভিত্তিক ১,১২১ টেকনেশিয়ান

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে চাকরির জন্য দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। কর্মপ্রার্থীদের অনেকেই বিষয়টি নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন, আসলে রেলওয়েতে ঠিক এই মুহূর্তে ৫টি পৃথক পৃথক বিষয়ে ফর্ম ফিলাপ চলছে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। তাই অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের আগে অবশ্যই বিস্তারিত দেখে নেওয়া আবশ্যক। প্রার্থীদের সুবিধার্থে একটি বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো। রেল মন্ত্রকের অধীনে প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ পদে ১৩৭৬ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক বিশেষ করে প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ পদের জন্য তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৬-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১৩৭৬টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ২০২টি, এসটি'র জন্য ১০৯টি, ওবিসি'র জন্য ২৬৯টি এবং ইডব্লিওএস-দের জন্য ১১০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৬৮৬টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৬৯টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ১১৮টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

চাকরি হবে মূলতঃ কার্ডিয়াক টেকনেশিয়ান, ডায়ালাইসিস টেকনেশিয়ান, হেলথ এন ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব সুপার, অপটোমেট্রিস্ট, ফার্মাসিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, নার্সিং সুপার ইত্যাদি ১৭টি বিভিন্ন পদে। কাজ করতে হবে নির্দিষ্ট জোন বা রিজিওনে আরআরবি বা আরআরসি-র রেল হসপিটালে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে জিএনএম ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইত্যাদি পাশ হতে হবে। তবে বিস্তারিত দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করতে হবে। বয়স ১-১-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ - ৩৬ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ বা ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং. আরআরসি-০৪/ ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে ৪,০৯৬ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল মন্ত্রকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেলে ৪,০৯৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেল-এর লখনৌ, আমবালা, দিল্লি, ফিরেজপুর ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৬-০৯-২০২৪-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ এনআর/ ০৬/ ২০২৪/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টি। তারিখ ১৩ আগস্ট, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — লখনৌ ক্লাস্টারে মোট আসন ৪২২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২১০টি, ওবিসি'র জন্য ১১৫টি, এসসি'র জন্য ৬৫টি, এসটি'র জন্য ৩২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। লখনৌ ক্যারেজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৭৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮৯টি, ওবিসি'র জন্য ১০১টি, এসসি'র জন্য ৫৬টি, এসটি'র জন্য ২৮টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। লখনৌ ব্রীজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৪৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩টি, ওবিসি'র জন্য ১১টি, এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। রোলিং স্টক ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৩৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৭৭টি, ওবিসি'র জন্য ৮৯টি, এসসি'র জন্য ৬৫টি, এসটি'র জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্যারেজ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ২২৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১২১টি, ওবিসি'র জন্য ৫৯টি, এসসি'র জন্য ৪৪টি, এসটি'র জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। আমবালা ডিভিশনে মোট আসন ৪৯৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫১টি, ওবিসি'র জন্য ১৩৪টি, এসসি'র জন্য ৭২টি, এসটি'র জন্য ৩৭টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৯টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪৭টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। যগাধারী যমুনা নগর ডিভিশনে মোট আসন ৪২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২২৪টি, ওবিসি'র জন্য ১১১টি, এসসি'র জন্য ৮৫টি আসন সংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। মুরাদাবাদ ডিভিশনে মোট আসন ১৬টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

জল সংরক্ষণ কেবল একটি নীতি নয়, একটি প্রচেষ্টা এবং সদগুণও বটে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুজরাটের সুরাটে 'জল সঞ্চয় জন ভাগীদারি' উদ্যোগের সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে রাখার ২৪,৮০০টি কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বৃদ্ধি করা যায় এবং দীর্ঘকাল ধরে জল পাওয়া যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ গুজরাট থেকে জলশক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযান শুরু হয়েছে। এবারের বর্ষার মরশুমে বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, দেশের প্রায় সব অঞ্চলই এর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে প্রায় প্রতিটি তহসিলে এতো মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার ঘটনা দেখেননি বা শোনেননি। তিনি বলেন, গুজরাটকে এবার চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং দপ্তর গুলো এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরী ছিল না। তবে গুজরাটের জনগণ এবং দেশ এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং একে অপরকে সাহায্য করছে। তিনি আরও বলেন, দেশের অনেক অংশ এখনও বর্ষার প্রভাবে কবলিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল সংরক্ষণ কেবল একটি নীতিই নয়, একটি প্রচেষ্টা এবং সদগুণও বটে, এতে ঔদার্য্যেরপাশাপাশি দায়িত্বও মিশে রয়েছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, "আগামী দিনে জলই হবে প্রথম মাপকাঠি যার ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের মূল্যায়ন করবে"। তিনি বলেন, এর কারণ হল জল কেবল একটি সম্পদ নয়, জীবন এবং মানবতার ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তিনি আরও বলেন, সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য গৃহীত ৯টি প্রস্তাবের মধ্যে জল সংরক্ষণ সর্বাগ্রে রয়েছে। বর্তমানে অর্থপূর্ণ প্রচেষ্টায় জল সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে জনসাধারণের অংশগ্রহণের যে সূচনায় হয়েছে এতে শ্রীমোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জলশক্তি মন্ত্রক, গুজরাট সরকার এবং এই উদ্যোগের সমস্ত অংশীদারদের শুভেচ্ছা জানান।

পরিবেশ ও জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে বিশ্বের মাত্র ৪ শতাংশ মিঠা জল রয়েছে। তিনি বলেন, যদিও দেশে বেশ কয়েকটি বিশাল নদী রয়েছে, তবুও এক বৃহৎ ভৌগলিক অঞ্চলে জলের অভাব রয়েছে এবং জলের স্তরও দ্রুত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে জলের ঘাটতি মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েই বলেন যে, জল নিয়ে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সত্ত্বেও এব্যাপারে একমাত্র ভারতেরই নিজের এবং বিশ্বের জন্য সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা রয়েছে। ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ যা উপলব্ধি করেছিল তার প্রতি কৃতিত্ব দিয়ে তিনি বলেন, জল ও পরিবেশ সংরক্ষণ এর বিষয়কে পুঁথিগত জ্ঞান বা কোনও পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত কিছু হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ভারতের ঐতিহ্যগত চেতনার অংশ। তিনি বলেন, ভারতের মানুষ এমন একটি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত যেখানে, জলকে ঈশ্বরের রূপ, নদীকে দেবী এবং সরোবরকে দেবতাদের বাসস্থান হিসাবে বিবেচনা করে। তিনি বলেন, গঙ্গা, নর্মদা, গোদাবরী এবং কাবেরীকে মা হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন যে, জল সংরক্ষণ ও জল দান হল সেবার সর্বোচ্চ রূপ, কারণ সমস্ত জীবের উৎপত্তি জল থেকে হয়েছে এবং তারা এর উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, ভারতের পূর্বপুরুষরা জল ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতেন। রহিম দাসের একটি দোয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জাতির দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরে জল ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, গুজরাট থেকে 'জল সঞ্চয় জন ভাগীদারি' উদ্যোগের সূচনা হয়েছে এবং নাগরিকদের শেষ মানুষটিও যাতে জল পান তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক সফল প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমোদী আড়াই দশক আগে সৌরাষ্ট্রের পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, ওই সময় পূর্ববর্তী সরকারের মধ্যে জল সংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিরই অভাব ছিল। তিনি বলেন, ওই অঞ্চলের জল সংকটের গুরুতর অবস্থা কাটিয়ে ওঠার সংকল্প তিনি নিয়েছিলেন এবং কয়েক দশক ধরে ঝুলে থাকা সর্দার সরোবর বাঁধের কাজ সম্পন্ন করা ও চালু করার জন্য উদ্যোগ নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, জলে পরিপূর্ণ এমন এলাকা থেকে জল তুলে নিয়ে ঘাটতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে জল পৌঁছানোর মাধ্যমে সৌনি যোজনাও শুরু করা হয়েছিল। শ্রীমোদী সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, গুজরাটে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার ফল আজ গোটা বিশ্বের কাছে দৃশ্যমান।

তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতে হাজার হাজার কোটি টাকার একাধিক জল সংরক্ষণ প্রকল্প শুরু করা হলেও এর ফলাফল গত ১০ বছরেই দৃশ্যমান হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সরকার সমগ্র সমাজ এবং সমগ্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে"। বিগত ১০ বছরে কাজের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রথমবারের মতো জল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নীরবতা ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য জল শক্তি মন্ত্রক তৈরি করা হয়েছে"। তিনি জল জীবন মিশনের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল সরবরাহের সংকল্পের কথা উল্লেখ করেন এবং জানান যে, আগে মাত্র ৩ কোটি বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল, যা আজ ১৫ কোটিরও বেশি পরিবার পাচ্ছে। দেশের ৭৫ শতাংশেরও বেশি পরিবারে নলের মাধ্যমে পরিস্রুত জল পৌঁছনোর জন্য তিনি জল-জীবন মিশনকে কৃতিত্ব দেন। জল-জীবন মিশনে অবদানের জন্য স্থানীয় জল সমিতিগুলির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং বলেন, গুজরাটের জল সমিতিগুলিতে মহিলারা যেমন চমৎকার কাজ করছে তেমনি সারা দেশে

জল সমিতিগুলিতেও মহিলারা দুর্দান্ত কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, এই জল সমিতিগুলোতে গ্রামের মহিলাদের অংশগ্রহণ অন্তত ৫০ শতাংশ। জলশক্তি অভিযান কীভাবে আজ একটি জাতীয় মিশনে পরিণত হয়েছে, তা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্যবাহী জলের উৎসগুলির সংস্কার হোক বা নতুন কাঠামো নির্মাণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ এতে জড়িত। জনস্বার্থের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সময় প্রতিটি জেলায় অমৃত সরোবর তৈরির কাজ শুরু হয় এবং আজ দেশে ৬০ হাজারেরও বেশি অমৃত সরোবর নির্মিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, একইভাবে, অটল ভূজল যোজনায় ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করার জন্য জল সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের দায়িত্বও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালে শুরু হওয়া 'ক্যাচ দ্য রেইন' প্রচারাভিযানের সঙ্গে আজ বিপুল সংখ্যক মানুষ এর অংশীদার হিসেবে জুড়েছেন। 'নমামি গঙ্গে' উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এটি নাগরিকদের কাছে একটি আবেগপূর্ণ সংকল্পে পরিণত হয়েছে এবং নদীর পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য মানুষ পুরনো ঐতিহ্য ও অপ্রাসঙ্গিক রীতিনীতি ত্যাগ করছেন।

'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের মাধ্যমে নাগরিকদের একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বানেই কথা উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বনায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত কয়েক সপ্তাহে 'এক পেড় মা কে নাম'-এর মধ্য দিয়ে কোটি কোটি গাছ লাগানো হয়েছে। শ্রীমোদী এই ধরনের প্রচারাভিযান ও সংকল্পে জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, ১৪০ কোটি নাগরিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টা একটি জন আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জল সংরক্ষণের বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান এবং জল সম্পর্কিত বিষয়ে দেশের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে 'ব্যবহার হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, রিচার্জ এবং পুনর্ব্যবহার যোগ্য করে তোলা' মন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, জল তখনই বাঁচানো যেতে পারে যখন এর অপব্যবহার বন্ধ হয়, ব্যবহার হ্রাস পায়, জল পুনরায় ব্যবহার করা হয়, জলের উৎসগুলি রিচার্জ করা হয় এবং দূষিত জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। প্রধানমন্ত্রী এই মিশনে উদ্ভাবনী পন্থা এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ জলের চাহিদা কৃষিতে লাগে, ফলে, জলকে দক্ষতার সাথে চাষাবাদের কাজে লাগানো সুস্থায়ী কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সরকার সুস্থায়ী কৃষির জন্য ড্রিপ সেচের মতো কৌশলের ধারাবাহিক প্রসারে কাজ করে চলেছে। তিনি 'প্রতি ফোঁটা আরও বেশি ফসল' এর মতো প্রচারাভিযানের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জল সংরক্ষণের পাশাপাশি জলের অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

শ্রী মোদী ডাল, তৈলবীজ এবং বাজরার মতো কম জলের ফসলের চাষে সরকারের সহায়তার কথা তুলে ধরেন। রাজ্য স্তরের উদ্যোগগুলো নিয়ে আরো আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে শ্রী মোদী জল সংরক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ ও ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের অবশ্যই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি মাঠের কাছে পুকুর তৈরি এবং রিচার্জ কূপের মতো পরম্পরাগত জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে হবে"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, প্রতিটি বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে দিলে দেশের নাগরিকদের প্রায় ৫.৫ কোটি ঘন্টা সময় লোকেদের সাশ্রয় হবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগ আমাদের বোন ও কন্যাদের সময় ও প্রচেষ্টা বাঁচাতে সহায়তা করবে, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। শ্রীমোদী উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্যও জল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ১.২৫ লক্ষেরও বেশি শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা যেতে পারে, প্রতি বছর ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ডায়রিয়ার মতো রোগ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, এবং নিজের খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের জল সংরক্ষণ মিশন বাস্তবায়নে শিল্পসংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি যে সমস্ত শিল্পগুলি নেট জিরো লিকুইড ডিসচার্জ স্ট্যান্ডার্ড এবং জল পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জলের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অনেক শিল্প তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে জল সংরক্ষণ প্রকল্প শুরু করেছে। জল সংরক্ষণের জন্য গুজরাট সরকারের শিল্প সংস্থাদের সিএসআর-কে উদ্ভাবনী উপায়ে ব্যবহারের প্রশংসা করে শ্রী মোদী এটিকে একটি রেকর্ড স্থাপনের প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেন। "গুজরাট জল সংরক্ষণের জন্য সিএসআর ব্যবহার করে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। সুরাট, ভালসাদ, ডোঙ্গ, তাপি এবং নওসারির মতো জায়গায় প্রায় ১০,০০০ বোরওয়েল রিচার্জ স্ট্রাকচারের কাজ শেষ হয়েছে"। তিনি আরও বলেন, এই সমস্ত উদ্যোগ জলের সংকট দূর করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের সম্পদ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছে। সরকার এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়ে শ্রীমোদী ঘোষণা করেন, 'জল সঞ্চয়-জনভাগীদারী' অভিযানের মাধ্যমে জল শক্তি মন্ত্রক এবং গুজরাট সরকার এখন আরও ২৪,০০০ টি এধরনের কাঠামো তৈরির জন্য একটি নতুন মিশন চালু করেছে। এই অভিযানকে একটি মডেল হিসাবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন এটা ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও অনুরূপ উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আস্থা প্রকাশ করেন যে, ভারত জল সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে। মিশনটির ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা সবাই মিলে ভারতকে সমগ্র মানবতার জন্য জল সংরক্ষণের একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে গড়ে তুলব"। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পুরস্কার পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, ভাগ করে নিলেন চিন্তাভাবনা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এই বছর জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাওয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮২ জন শিক্ষকের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনা ভাগ করে নেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষকরাও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁদের মতামত জানান। বিদেশ সফরে থাকায় বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের দিন দেশে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাই দেশে ফেরার পর শুক্রবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮২ জন শিক্ষকের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও।

আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মা সুবিচার চায়, অর্থ নয় : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে ফের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মৃত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মা সুবিচার চায়, অর্থ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও সেই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইল। অপরাধ ঘটলে মানুষকে চুপ করে দাও। এটি সরকারি নীতিতে পরিণত হয়েছে...তারা নির্যাতিতা বাবা-মাকে চুপ করাতে চেয়েছিল। তারা মেনে নেয়নি এটাই ভালো, গোটা সমাজ তাদের পাশে আছে। তাঁরা সুবিচার চায়, টাকা নয়।'সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, '৫ সেপ্টেম্বর শুনানি হওয়ার কথা ছিল, কেন বিলম্ব হচ্ছে? গোটা দেশের চোখ এই দিকে, এটা এত বড় ঘটনা। আদালত হোক অথবা সিবিআই, বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। এ জন্য জনগণ আন্দোলন করছে। তারা আদালতের ওপর আস্থা রাখে, তাই এটাকে সেভাবেই দেখা উচিত।" তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে এমন বেশ কয়েকজন যুক্ত, যারা দীর্ঘদিন ধরে যে অনিয়ম ঘটছিল তার সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন একটা গোটা গ্যাং আছে, এটাকে ফাঁস করা উচিত।'

নেকড়ের আতঙ্ক অব্যাহত বাহরাইচে, রাতের হামলায় জখম ১০ বছরের বালক

বাহরাইচ, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চারটি নেকড়ে ইতিমধ্যেই পাকড়াও হয়েছে, দু"টি নেকড়ে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই দুই নেকড়ের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে বাহরাইচে বৃহস্পতিবার রাতে ফের হানা দিল মানুষখেকো জন্তু। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘরের ভিতর ঢুকে ১০ বছরের এক ঘুমন্ত বালককে কামড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একটি নেকড়ে। চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যেরা জেগে উঠলে নেকড়ে পালিয়ে যায়।১০ বছরের ওই বালক এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডাঃ শিবম মিশ্র বলেছেন, ১০ বছরের এক বালকের চিকিৎসা চলছে। তার মুখে পশুর কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। চিকিৎসার পর ওই বালক এখন সুস্থ আছে।

উল্লেখ্য, গত দু'মাসে বাহরাইচ জেলার একাধিক গ্রামে নেকড়ের হামলার ঘটনায় এক মহিলা এবং ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মূলত মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই গত দু'মাসে মূলত ঘটছে নেকড়ে হানার ঘটনা।

বাহরাইচ জেলার নেপাল সীমান্তবর্তী কাটার্নিয়াঘাট ব্যাঘ্রপ্রকল্পের বাফার জোনে নেকড়ের উপস্থিতি রয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, ওই নেকড়েগুলি সেখান থেকেই লোকালয়ে চলে এসেছে।

ভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছে : রাজনাথ সিং

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছে, জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমাদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শুক্রবার সকালে লখনউয়ের খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ "বসুধৈব কুটুম্বকম"-এর বার্তা দিয়েছে। ভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছে...কিন্তু এখন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমি সেনাবাহিনীকে বলেছি, ভারত ও বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে, আমাদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

বউবাজারে মেট্রো সুড়ঙ্গে ফের বিপত্তি ! আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বউবাজারে মেট্রো সুড়ঙ্গে ফের বিপত্তি। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই টানেল থেকে জল বেরোতে থাকে। যার ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আগেই লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। তারপরে ফের জল বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতেই ৫২ জনকে সরিয়ে হোটেলে রাখা হয়েছে। তবে ওই এলাকার কোনও বাড়িতে ক্ষতি হয়নি বলেই জানিয়েছে পুলিশ। আপাতত টানেল থেকে জল বেরোনো বন্ধ হয়েছে।

আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে নৃত্যের মাধ্যমে অভিনব প্রতিবাদ, ভাইরাল উদয়নারায়নপুরের তরুণী ঋতুজা ধোলে

হাওড়া, ৬ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক অভয়া ধোলে-র উপর হওয়া নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে অভিনবভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়ে ভাইরাল হয়েছেন হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুরের তরুণী ঋতুজা ধোলে। ঋতুজা, একজন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পড়াশোনা করা ছাত্রী এবং একজন নৃত্যশিল্পী, নাচের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তার ফেসবুক পেজ থেকে ৫৭ লক্ষ মানুষ এই ভিডিও দেখেছেন।ঋতুজা ধোলে জানান, কলকাতায় এসে আন্দোলনে অংশ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, তিনি নাচের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার এই অভিনব প্রতিবাদী ভিডিও রাজ্যের বিভিন্ন মানুষ, এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও শেয়ার করছেন এবং 'জাস্টিস ফর আরজিকর' শিরোনামে তা প্রচার করছেন। ঋতুজা দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে নৃত্যচর্চা করছেন এবং গত ৫ বছর ধরে তার মায়ের আরাধনা নৃত্য একাডেমিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ঋতুজার সাথে তার ছাত্রছাত্রীরাও এই প্রতিবাদী ভিডিও তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। তারা প্রত্যেকেই কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রী। ঋতুজা এবং তার টিমের বক্তব্য, 'আমাদের এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য ছিল অভয়া দির সুবিচার পাওয়া এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা। একজন নারী এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি স্টুডেন্ট হিসেবে কর্মস্থলে এক নারীর উপর এমন বর্বর আচরণ মেনে নেওয়া যায় না।'

তিনি আরও বলেন, 'যারা গান, লেখা, বা বক্তব্য দিয়ে সমাজে প্রভাব ফেলতে পারেন, তারা তাদের নিজ নিজ মাধ্যম দিয়ে এই প্রতিবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা চাই, অভয়া দির ধর্ষকদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে সমাজে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।' এই নৃত্যশিল্পীর প্রতিবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমর্থন পেয়েছে।

আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির চাক্কা জ্যাম, মালদাসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ

মালদা ও কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিজেপির উদ্যোগে সারা রাজ্যে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মালদা জেলার পুরাতন মালদা সাহাপুরের সেতু মোড়ে বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে কর্মসূচি পালিত হয়। এই বিক্ষোভের ফলে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিজেপির পক্ষ থেকে কলকাতার ভিআইপি রোডের বাগুইআটি কলেজ মোড়েও একই কর্মসূচি পালন করা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে এই প্রতিবাদের ফলে ভিআইপি রোডে যান চলাচলে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী জানান, 'আমরা তিলোত্তমার সুবিচার চাই। যতদিন না তিলোত্তমা সুবিচার পাচ্ছে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।' তিনি আরও বলেন যে তিলোত্তমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন।

এছাড়াও, মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাট বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি কর্মীরা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এবং টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপির নেতারা দোষীদের শাস্তির দাবিতে আওয়াজ তুলেছেন এবং রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন আরও জোরালোভাবে চালানোর কথা জানিয়েছেন।

অপরাজিতা বিল নিয়ে রাজভবনের আপত্তি, টেকনিক্যাল সমস্যায় বিল পাশে জট

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর(হি.স.): রাজ্যের অপরাজিতা বিল পাশ করতে টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে বিলটি নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। রাজভবনের দাবি, বিধানসভায় পাশ হওয়ার পরও রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত রিপোর্ট না পাঠানোর কারণে বিলটি আটকে রয়েছে। সাধারণত, কোনো বিল বিধানসভায় পাশ হলে তা রাজভবনে পাঠানো হয়, যেখানে রাজ্যপাল বিলটি পর্যালোচনা করেন। রাজ্যপালকে সেই বিল কেন আনা হয়েছে, কোন পরিস্থিতিতে আনা হয়েছে, এবং তা কার্যকর করতে রাজ্যের কত টাকা অতিরিক্ত খরচ হবেএই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। রাজভবন জানিয়েছে, এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সেই প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠায়নি। ফলে, টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে বিলটি এখনো পাশ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই বিলকে সমর্থন করলেও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, 'এই বিল কার্যকর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।' এখন দেখার বিষয়, এই বিলের জটিলতা কত দ্রুত কাটানো সম্ভব হয় এবং রাজভবনের আপত্তি মেটানোর জন্য রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

হোস্টেলে রহস্যজনক মৃত্যু বিশ্বভারতীর ছাত্রীর, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

শান্তিনিকেতন, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক ও রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বিশ্বভারতীতে। মৃত ছাত্রীর নাম অনামিকা সিং। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প সদনের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বাড়ি বারাণসীতে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি শান্তিনিকেতনের আম্রপালি গার্লস হোস্টেলে থাকতেন।বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় অনামিকার দেহ। আদতে বারাণসীর ওই বাসিন্দা আম্রপালি হস্টেলেরই আবাসিক ছিলেন। ছাত্রীর মৃত্যুর পর হোস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশ এবং বিশ্বভারতী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন পড়ুয়াদের একাংশ। রাতে পুলিশ আধিকারিক এবং বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হোস্টেলে পৌঁছলে তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

৯ সেপ্টেম্বর নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক, পৌরহিত্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজ্য সচিবালয় নবান্নে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক। রাজ্যস্তরের বৈঠকে সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিতে নির্দেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, সহ মহানির্দেশক, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

সমগ্র দেশেই অব্যাহত বৃষ্টিপাত, ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমগ্র দেশেই এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত চলছে, কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। শুক্রবার সকালেই রাজধানী দিল্লিতে অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী কিছু দিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর কর্ণাটক উপকূল, কেরল, ওড়িশা, পূর্ব রাজস্থান, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, ঝাড়খণ্ড ও মেঘালয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।৯ তারিখ মধ্য মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ১০ তারিখ অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি হবে। ১১ সেপ্টেম্বরও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়াও ছত্তিশগড়, বীরভদ্র ও কেরলে বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত।

৫ বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার, ফের আগুন মুম্বইয়ের কমলা মিলস কম্পাউন্ডে

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড মুম্বইয়ের কমলা মিলস কম্পাউন্ডে। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের লোয়ার পারেল পশ্চিমে, কমলা মিলস কম্পাউন্ডের টাইমস টাওয়ার বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। বিগত ৫ বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার আগুন লাগল কমলা মিলস কম্পাউন্ডে। যদিও, শুক্রবারের অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।এই অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে এমএনএস নেতা সন্দীপ দেশপান্ডে বলেছেন, '৫ বছরের মধ্যে তৃতীয়বার কমলা মিলস কম্পাউন্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ভবনের ফায়ার অডিট নেই... কমলা মিলস কম্পাউন্ডে অবৈধ নির্মাণ দিন দিন বাড়ছে। স্থানীয় বিধায়করা বেআইনি নির্মাণে সমর্থন করছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেন জনপ্রতিনিধিরা অবৈধ নির্মাণে মদত দিচ্ছেন?'

সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে ইডি, তালাবন্ধ থাকায় পারলেন না ঢুকতে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বেলেঘাটার বাড়িতে পৌঁছল ইডি। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়ির সামনে পৌঁছন ইডি-র আধিকারিকেরা। তবে দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকায় ভিতরে ঢুকতে পারেননি তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তের জন্যই তাদের এই তল্লাশি অভিযান। এদিকে, হাওড়ায় ইডি-র আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন দু"জনের বাড়িতে। তল্লাশি চলছে সুভাষগ্রামে প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও। ইডির তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।

রাত দখলে ঋতুপর্ণার হেনস্থা ভিন্নমত রূপাঞ্জনা ও সুজয় প্রসাদ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাত দখলে সামিল হতে চেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাই বুধবার রাত গভীর হওয়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন শ্যামবাজারে। কিন্তু চরম হেনস্থার শিকার হতে হল তাঁকে। এ ব্যাপারে টলিউডের সিংহভাগ ঋতুপর্ণার পাশে দাঁড়ালেও বিরোধিতা করেছেন অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। আবার রূপাঞ্জনার বিরোধিতা করে ঋতুপর্ণাকে সমর্থন করেছেন অভিনেতা, বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ।

রূপাঞ্জনা মিত্রর সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আশা করি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত তাঁর নৈতিকতা/মানব মনোবিজ্ঞানের পাঠ কঠিনভাবে শিখেছেন। কেন এই সুপার ইন্টেলিজেন্ট নাটক করলেন যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর (রোজভ্যালি) এবং তিলোত্তমার জন্যও নকল শাঁখ বাজানোতে রেগেছে। ভিকটিম কার্ড খেলছেন?'

রূপাঞ্জনার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'রূপাঞ্জনা মিত্র আমি একমত যে তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা লোকেরা পছন্দ করেননি এবং তার জন্য যথেষ্ট "আক্রমণ" করা হয়েছে তাঁকে। তবে আপনি যাকে নাটক বলছেন তা হল সংহতি যা তিনি আজ রাতে আমাদের প্রত্যেকের মতো সেখানে উপস্থিত থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আপনি একজন সহ-শিল্পী এবং আপনি যা করেন তার জন্য সম্মানিত এবং আপনি একজন বন্ধু। আমরা আমাদের সিনিয়রদের সম্বন্ধে এভাবেই কথা বলি ?...আপনি যা পোস্ট করেছেন তাতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। আমরা মানুষকে পছন্দ করি না এবং এটা আমাদের জন্মগত অধিকার কিন্তু এভাবে নয়।'উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। জলশঙ্খ বাজিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। এরপরেই নেটে নাগরিকবৃন্দের ট্রোলের মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে । কটাক্ষের মুখে পড়ে সেই ভিডিয়ো সরিয়েও নেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিকগণ ক্ষেত্র পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন করেছেন। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের পর রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার জন্য একটি স্মারকলিপি জমা দেবে। রাজ্যকে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে পরিকাঠামো পুনঃনির্মাণ করতে কয়েকমাস সময় লাগবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই প্যাকেজ বন্যা দুর্গত মানুষের ত্রাণে এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

সংবেদনহীন সরকার

● প্রথম পাতার পর

কোনো মন্ত্রী বা যেকোনো সাধারণ মানুষ করেন , তার নিন্দা জানানোটা স্বাভাবিক। এর জেরে বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

এছাড়াও পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের ইস্যুতে বিধানসভায় তুলা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে শাসক দলের তরফে বিকাশ দেববর্মার উত্তরেরও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পোশন মাস উপলক্ষে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্য একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: পোশন মাস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহিলা কমিশন। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কমিশনের নীতি নির্দেশিকা তুলে ধরার পাশাপাশি পোশন মাসের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা বলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান ঝর্না দেববর্মা। শুক্রবার রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। মহিলা কমিশনের আগরতলাস্থিত কমিশন কার্যালয়ে এদিন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান ঝর্ণা দেববর্মন, কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান মধুমিতা চৌধুরী, সদস্য সচিব মাধব পাল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন কিভাবে কাজ করছে এবং কাজকর্ম সম্পর্কে কি নির্দেশিকা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমিশনের রিপোর্টও তিনি তুলে ধরেন। সেপ্টেম্বর মাস পোশন মস। এই মাসে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের নিয়ে অনেক কর্মসূচি থাকে। তাই এই মাসের ২৪ তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত ধর্মনগর সার্কিট হাউসে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম করবে মহিলা কমিশন।

তাছাড়া তিনি বলেন ১১ই সেপ্টেম্বর খোয়াই জেলায় শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১৮ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলার চন্ডিপুরে এবং ২৫ শে সেপ্টেম্বর দামছড়ায় প্রোগ্রাম রয়েছে। সেন্ট্রাল জেলে ১০০ জন মহিলা প্রিজনারদের পোশন কিড উপহার দেওয়ার পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং অনুষ্ঠানে পোশন বাটিকা তৈরি করবে রাজ্য মহিলা কমিশন বলে উল্লেখ করেন চেয়ারম্যান ঝর্না দেববর্মা।

বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিল লেক চৌমুহনি বাজার সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিল লেক চৌমুহনি বাজার সমিতি। শুক্রবার তাদের উদ্যোগে উদয়পুরে ছয়টি শিবির করে বন্যা দুর্গতদের হাতে মশারি কাপড়-জামা সহ নানা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির পর ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সহযোগিতা করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সামাজিক সংস্থাও এই কাজে ব্রতি রয়েছে। আর এই বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে এবার এগিয়ে আসলো লেক চৌমুহনি বাজার সমিতি।

শুক্রবার তাদের উদ্যোগে উদয়পুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে মশারি কাপড় জামা সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন উদয়পুরের বীরগঞ্জ পঞ্চায়েত, নাল বাসা, ঢাকাই বাড়ি সহ বেশ কয়েকটি স্থানে ছয়টি শিবির করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী গুলি তুলে দেন লেক চৌমুহনী বাজার সমিতির প্রতিনিধিরা।

গোটা রাজ্যব্যাপী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের আর্থিক সাধারনের দাবি জানালো সিপিআই (এমএল) রাজ্য কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: বন্যায় গোটা রাজ্যব্যাপী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সাধারণ মানুষ। অতি থেকে অতি ভারী এবং অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যের জনজীবনে এক নজিরবিহীন বিপর্যয় নেমে এসেছে। জল নেমে যাবার পরে চারিদিকে শুধুমাত্র ধ্বংসের ছবি। ভূমিধ্বসে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন এখনো নিখোঁজ। আহত বেশ কয়েকজন। সরকারি তালিকায় অমরপুর দেববাড়ি এডিসি ভিলেজের গুরুতরভাবে আহত উজ্জ্বল কুমার জমাতিয়ার নাম নেই। শুক্রবার সংবাদিক সম্মেলনে সিপিআই (এম এল) রাজ্য কমিটি এই প্রতিটি মৃত্যুর জন্য শোক জানায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন, কৃষি ফসল, মৎস্য সম্পদ, গবাদি পশু এবং ঘরবাড়ির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি তথ্য বলছে নজিরবিহীনভাবে বন্যায় ১৮ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ভূমিধ্বস ২০৩২ স্থানে। ১৯৫২ টি রাস্তা ভেঙেছে। ৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ১ লক্ষ ৫ হাজার ১০১ হেক্টর আমন ধানের ফসল নষ্ট হয়েছে। উদ্যান চাষে ৫,৬১৪ হেক্টর আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। কৃষিতে মোট ক্ষতি ১ হাজার ১৮ কোটি টাকা। মৎস্য চাষে ক্ষতি ১৪৮২ কোটি। প্রাণীসম্পদে ক্ষতি ২৩ কোটি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষক ও শ্রমিকদের। ২"৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ শিবিরে ও টিলা ভূমিতে বাড়িঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

নেতৃত্বরা আরো বলেন, ৭৫-৮০ু কৃষকের কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যায় প্লাবিত এলাকায় পানীয় জলের সংকট সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় মিটিং এর পরে বলেছেন প্রাথমিক হিসাবে ক্ষতি ১৫ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অতি ভারী বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা জারি করতে এবং মানুষজনকে সময় থাকতে সরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে কেন্দ্র রাজ্যকে দিয়েছে মাত্র ৪০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকাও নেই। তাই ত্রাণের কাজেও যথেষ্ট ঘাটতি। খাদ্য, জল ও ঔষধের অভাব উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ত্রাণসামগ্রী ও খাদ্যবস্তুর সরবরাহ যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে খাদ্য, চিকিৎসা ও ঔষধপত্র দেওয়া হচ্ছে। মৃতদের পরিবার এখনো ক্ষতিপূরণের টাকা পায়নি। ই শ্রম কার্ড ভুক্ত শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি। কৃষি জমি চাষের উপযোগী করতে কৃষকেরা কোনও সহায়তা পায়নি। সহায়তা না পেয়ে কৃষকেরা এখন নিজেরাই উদ্যোগী হতে শুরু করেছেন। কিন্তু তা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমিকদের কাজ নেই। বাজারে জিনিসপত্র অগ্নি মূল্য।

তাই এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে নেতৃত্বরা দাবি জানান, অবিলম্বে রাজ্যকে জাতীয় বিপর্যয় এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা, রাজস্ব দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ফান্ড থেকে ১৫ হাজার ভোটে টাকা প্রদান করা, মৃতদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ও একটি করে সরকারি চাকরি প্রদান করা, আহতদের কুড়ি লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানায়।

ধর্মলম্বীদের

● প্রথম পাতার পর

এক সনাতনীধর্মের ব্যক্তি জানিয়েছেন, সনাতনী ধর্মে আঘাত আসলে মনে কষ্ট হয়। সমাজে সবাইকে নিয়ে চলাই সনাতনীদের ধর্ম। কিন্তু সনাতনী ধর্মকে নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে, যা কেনোভাবে ঠিক হয় নি। এবিষয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, পূর্ব পরিকল্পনা করে আজ বিধানসভায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আসলে মুখোশধারী হিন্দু। হিন্দু এবং সনাতনধর্মকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

নিন্দা মন্ত্রীর

নিয়ে বিরোধ রয়েছে। ৯ লাখ ৬৮ হাজারের মধ্যে প্রায় ৮ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আমরা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগ সাড়া দেয়নি। পরে, আমরা বিচার চেয়ে আদালতে গিয়েছিলাম এবং বিষয়টি এখনও বিচারাধীন।"

পরে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বিধায়ক রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি সব রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান যাতে জনগণকে বিদ্যুতের বিল সময়মতো পরিশোধে উৎসাহিত করা যায় যাতে তারা সুষ্ঠু ও কার্যকর সেবা প্রদান করেন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেয়েছেন শিক্ষক রঞ্জন দেবনাথ।

বিরোধীদের ওয়াকআউট

● প্রথম পাতার পর

বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার, স্বাধীন ট্রাস্টের আবেদনের বিষয়টি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি অনুযায়ী বিবেচনা করেছে এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন দ্বারা নির্ধারিত 'প্রয়োজনীয়তা শংসাপত্র' ২৭ জুন স্বাধীন ট্রাস্টকে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে জারি করেছে। শর্ত অনুযায়ী, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব হাসপাতালের নির্মাণকাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষণ উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের কিছু অংশ ব্যবহার করবে। স্বাধীন ট্রাস্টকে পরীক্ষার হল, অতিরিক্ত শয্যা এবং প্রয়োজনীয় যে কোনো খরচ বহন করতে হবে। স্বাধীন ট্রাস্টকে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ১০, ০০০ টাকা ব্যবহার ফি ত্রিপুরা সরকারকে প্রদান করতে হবে। তারা আইজিএম হাসপাতালের একটি অংশ ব্যবহারের সময় কোনো ক্ষতির জন্য ২ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি জমা করবে।

শর্তে আরও বলা হয়েছে, ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ১৫০টি এমবিবিএস আসনের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫টি আসন ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। স্বাধীন ট্রাস্টকে প্রথম ৬ বছরে ত্রিপুরার রাজ্য কোটা/স্থায়ী বাসিন্দা ১০ (দশ) জন শিক্ষার্থীকে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের টিউশন ফি হারের মতো হারে ভর্তি করতে হবে। স্বাধীন ট্রাস্ট শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষণ উদ্দেশ্যে আইজিএম হাসপাতালের সুবিধা ব্যবহার করবে, যেমন বেডসাইড গ্রুপ টিচিং, ডেমোন্সট্রেশন, ক্লিনিক্যাল ক্লাস ইত্যাদি। তারা আইজিএম হাসপাতালের বর্তমান প্রশাসনিক এবং রোগীর পরিষেবা কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কোনো ধরণের বিবাদের ক্ষেত্রে, ত্রিপুরা সরকার স্বাধীন ট্রাস্টের সাথে সমঝোতা চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং ছয় মাসের নোটিশের মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালকে শিক্ষণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও এটি হাসপাতালের ওপিডি বা কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাধাগ্রস্ত করবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ যখন গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতালের একটি অংশ শিক্ষণ কাজে ব্যবহার করেছিল, তখন রোগী সেবার মান সাধারণ হাসপাতালের তুলনায় উন্নত ছিল। এর কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, শিক্ষণ হাসপাতালগুলোতে সকল বিশেষজ্ঞ বিভাগের উপস্থিতি থাকে, যা সাধারণ হাসপাতালে থাকে না। রোগীর শারীরিক পরীক্ষা, ল্যাব পরীক্ষা এবং রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের মান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রবীণ শিক্ষকবৃন্দ, যেমন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপকরা পরিষেবা প্রদান করেন। আন্তঃবিভাগীয় রেফারেল ব্যবস্থা এবং রোগীর ও চিকিৎসা রেকর্ডের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। জুনিয়র রেসিডেন্ট, সিনিয়র রেসিডেন্ট এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরা হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগ এবং ওয়ার্ডে ২৪ ঘন্টা উপস্থিত থাকেন। শিক্ষণ হাসপাতালে গবেষণা কার্যক্রম বাধ্যতামূলক থাকে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং চিকিৎসা শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ ও সুপার-স্পেশালিস্ট সেবার সামগ্রিক উন্নয়নে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে, যা রোগীদের রাজ্যের বাইরে রেফার করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ত্রিপুরা সরকার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালের সুপার- স্পেশালিটি সেবাগুলোকে শক্তিশালী করেছে এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন সুবিধা চালু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের জন্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত ডাক্তারের সংখ্যা এবং জনসংখ্যার অনুপাত (১:১০০০) অর্জন করা অত্যাবশ্যক, যা বর্তমানে ত্রিপুরায় ১:৩৪৪৮। এই প্রেক্ষিতে, সরকার ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালের এমবিবিএস আসন সংখ্যা বৃদ্ধির আবেদন করেছে। সম্প্রতি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস আসন সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০-তে বৃদ্ধি এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। সুতরাং, ত্রিপুরায় একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন রাজ্যের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা শিক্ষায় সুযোগ বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই জবাব শুনে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হননি কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য বিনিয়োগ আসবে, নতুন কলেজ স্থাপন হবে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পিট সিবিআইয়ের নিশানায় রয়েছেন। তিনি রাজ্য থেকে পাততারি গুটিয়ে পালিয়ে গেলে ওই কলেজ পরিচালনায় অর্থের সংস্থান রয়েছে কি, জানতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, শান্তিনিকেতন কলেজকে অনুমতি প্রদানে প্রচুর অনিয়ম হয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই এই কলেজকে অনুমতি দেওয়া সন্দেহ তৈরী করেছে।সুদীপ বাবু মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার নাম ভাঙিয়ে বহু অনিয়ম হচ্ছে। তাই বিধায়কদের যৌথ কমিটি ওই সমস্ত অনিয়মের তদন্ত করুক, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও এদিন সুদীপের সুরেই সুর মিলিয়েছেন। তিনি বলেন, মার্চে গত অধিবেশনে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অবগত ছিলেন না। অথচ, ছয় মাসের মধ্যে ওই কলেজকে অনুমোদনে রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। তাতে, জনমনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তিনিও বিধায়কদের যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন দিয়েছেন।বিরোধীদের প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সম্মতি দেননি। তবে, বিধায়করা চাইলেই শান্তিনিকেতন কলেজে গিয়ে সমস্ত কিছুর খোঁজ খবর নিতে পারেন। তাঁর কটাক্ষ, বিনিয়োগ আনতে গেলে বিনিয়োগকারীদের ইডি কিংবা সিবিআইয়ের সার্টিফিকেট আনতে বলতে হবে। তাতে, বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত বিনিয়োগে উতাহ হারাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, স্বাধীন ট্রাস্টের গত তিন বছরের আর্থিক লেনদেন যাচাই করে দেখা হয়েছে। কলেজের অনুমোদন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন দিয়েছে। তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছে তাই শান্তিনিকেতন কলেজ অনুমোদন পেয়েছে। তবে, স্বাধীন ট্রাস্টের কর্ণধার সিবিএইয়ের নজরে অভিযুক্ত থাকলে প্রমাণ দিন, নিশ্চয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইকথা বলে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য শেষ করেন। অধ্যক্ষ অধিবেশনের প্রথমার্ধ মুলতুবির প্রক্রিয়া শুরু করেন। তখন বিরোধীরা যৌথ কমিটি গঠনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ার্ধে অধিবেশন শুরু হতেই বিরোধীরা পুনরায় ওই কমিটি গঠনের দাবিতে সোচ্চার হন। কিন্তু, তাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করে অধিবেশনের পরবর্তী কার্য শুরু করে দেন অধ্যক্ষ। তাতেই, বিরোধীরা চটে লাল হন এবং ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা ওয়াকআউট করেন।

ভার্চুয়ালি আদালতে আর জি করের ধৃত, ১৪ দিনের জেল হেফাজত

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেয়।শুক্রবার শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয় রায়কে নিরাপত্তাজনিত কারণে সশরীরে পেশ করা হয় নি। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকেই তাঁর ভার্চুয়াল শুনানি করায় সিবিআই।সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে পৌঁছনোর পরে ধৃতের আইনজীবী জানান, এর আগে সিবিআইয়ের তরফে যে আইনজীবীকে তাঁরা দেখেছিলেন, তিনি আসেননি। দীপক পোরিয়া জানান, তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থা নিযুক্ত পূর্ণ সময়ের আইনজীবী। ধৃতের জামিনের বিরোধিতা করেন তিনি। তাঁর ১৪ দিনের জেল হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। শুনানি শেষে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

মামলায় সিবিআইয়ের আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারক। বিরক্তির সুরে তিনি প্রশ্ন করেন, "তবে কি এই মামলায় জামিন দিয়ে দেব ?' সাড়ে ৪টে বাজছে, আইনজীবী আর কখন আসবেন ? দেখুন কোথায় আছেন !" শিয়ালদহ আদালতে অন্তত ৪০ মিনিট দেরিতে আসেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী।

এর আগে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে যখন আলিপুর বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়, সেই সময়ে তাঁকে দেখে চরম বিক্ষোভে সামিল হন সেখানকার আইনজীবীরা। পরে আদালত থেকে বের করার সময় সন্দীপ ঘোষকে চড় মারার অভিযোগ ওঠে। কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের উপরও আদালত চত্বরে একই ধরনের হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেন নি সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা ।

সেই কারণেই সঞ্জয় রায়কে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদা আদালতে আনতে চায় নি সিবিআই। পরিবর্তে সংশোধনাগারের মধ্যে থেকেই তাঁকে আদালতে ভার্চুয়ালি পেশ করেন তদন্তকারীরা। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

আর জি কর-কাণ্ডের এক মাসের মাথায় ফের দিন বদলাতে রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের 'রাত দখল'। আগামী রবিবার ফের 'রাত দখলে'র ডাক দিলেন রিমঝিম সিংহরা। ওইদিন রাত ১১টা থেকে শুরু হবে কর্মসূচি। মূলত ব্যান্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে রিমঝিম 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কথা উল্লেখ করেন। দাবি করেন, গুপী বাঘাদের মতো শাসকদের ঘুম ভাঙাতে চান তিনিও। 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন ভোরের গান'- এই ব্যানারে এবার 'রাত দখলে'র ডাক দিয়েছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিমঝিম। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সকলকে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।এর আগে গত ১৪ আগস্ট এই রিমঝিমের ডাকেই পথে নেমেছিলেন অগণিত মহিলা। শামিল হন পুরুষরাও। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড এবং কলেজ স্কোয়্যার — প্রথমে এই তিন জায়গায় মহিলাদের জমায়েতের কথা হয়। ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সাড়া আসে। প্রায় গোটা রাজ্যে প্ল্যাকার্ড, মোমবাতি হাতে পথে নামেন অগণিত মহিলা। তাতে শামিল হন পুরুষরাও। এর পর গত বুধবারও 'রাত দখল' হয়। এবার সেই একই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে 'রাত দখলে'র ডাক দিলেন রিমঝিম ও তাঁর কিছু বন্ধু।

শিলিগুড়িতে 'ভোর দখলে'র ডাক টেবিল টেনিস তারকা মান্তুর

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী সোমবার চারটে থেকে শিলিগুড়ির হাসমিচকে 'ভোর দখলে'র ভাবনা। তাতে অংশ নেবেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত টেবিল টেনিস তারকা মান্তু ঘোষেরা।

তিলোত্তমার বিচার এখনও অধরা। কলকাতা সহ সারা রাজ্যেই চলছে প্রতিবাদ। জুনিয়র ডাক্তার থেকে সাধারণ মানুষ, রুপোলি পর্দার তারকারাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন ক্রীড়াবিদরাও। কলকাতা সহ রাজ্যের বেশ কিছু জায়গাতেই রাত দখল হয়ছে। আন্দোলন ক্রমাগত চলছে।রাত দখলের পর এ বার শিলিগুড়িতে ভোর দখলের ডাক। শুধু মান্তু ঘোষ নন, সঙ্গে থাকছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। তাদের তরফে এই ভোর দখল আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। দাবি একটাই, তিলোত্তমার বিচার চাই। সেখানে শুধু মহিলারাই নন, সমাজের নানা বয়সের মানুষ প্রতিবাদে সামিল হবেন।৯ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টে ১০ মিনিট থেকে সকাল ৬টা অবধি শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিদিন ধর্ষণ হচ্ছে। বিচার চাই। তিলোত্তমার বিচার এখনও অধরা। ওই দিন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে। যতদিন না এর ন্যায়বিচার হচ্ছে, এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছে তারা।প্রসঙ্গত, গত ৯ অগস্ট ভোরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার রুম থেকে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তার পর কেটে গিয়েছে ২৮ দিন।

রাজস্থানের একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

রাজসমন্দ, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে রাজস্থানের একাধিক জায়গায়। রাজস্থানের রাজসমন্দে একটানা বর্ষণের জেরে বেশ কিছু রাস্তাঘাট কার্যত নদীতে পরিণত হয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে জলের স্রোত বইছে রাজসমন্দে।শুক্রবার জানা গেছে, রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বীরমা কা গুড়ার কমলি ঘাটের কাছে একটি প্লাবিত সেতু পার হওয়ার সময় প্রবল জলের স্রোতে ৪ জন যাত্রী সহ একটি গাড়ি ভেসে যায়। স্থানীয় পুলিশ ও গ্রামবাসীদের তৎপরতায় সকল যাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

দক্ষিণের জেলা খো-খো সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, সাবরুম। দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস মিট ২০২৪- ২৫ একদিনের বালক এবং বালিকা বিভাগের খো খো টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে শুক্রবার। বালক এবং বালিকা বিভাগে এই খো খো টুর্নামেন্টে অংশ নেয় বিলোনিয়া, শান্তির বাজার ও সাবরুম বিভাগের মোট ছয়টি দল।এদিন বেলা ১১টায় সাবরুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে এই খো খো টুর্নামেন্ট শুরু হয়। টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিলোনিয়া এবং রানার্স হয়েছে সাব্রুম মহকুমা। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সাবরুম এবং রানার্স বিলোনিয়া মহকুমা। খেলা শেষে উপস্থিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে দক্ষিণ জেলার বালক ও বালিকা বিভাগে দুটি দল গঠন করা হয়। দক্ষিণ জেলার এই খো খো প্রতিনিধি দল আগামী ১৮ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলায় রাজ্য ভিত্তিক খো খো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক এই স্কুল স্পোর্টস মিটের শুভ উদ্বোধন করেন সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস। উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের সদস্য রণজিৎ রায় চৌধুরী, ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীল ও যুগ্ম সচিব বাবুল দাস।

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
টাউন ক্লাব	৩	১	০	১	৬-৩	০৭
ব্লাডমাউথ	৩	২	১	০	৬-৪	০৬
এগিয়ে চল	২	২	০	০	৩-১	০৬
ত্রিবেণী সংঘ	২	১	০	১	৬-২	০৪
লালবাহাদুর	২	১	০	১	৫-১	০৪
নাইন বুলেটস	৩	১	১	১	৬-৪	০৪
ফরোয়ার্ড	৩	০	১	২	২-৪	০২
জুয়েলস অ্যা:	২	০	১	১	০-১	০১
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৩	০	২	১	০-৪	০১
ফ্রেন্ডস ইউ:	৩	০	৩	০	১-১১	০০

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে চার গোলে হারিয়ে লীগে প্রথম জয় লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে চার গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিবেনী সংঘের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করে পয়েন্টের ভাগ নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, শুক্রবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে চার গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে। বিজয়ী লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের এর পক্ষে ভানলাল থালামওয়ানা এবং লাল বিয়াক মোয়ানা দুজনেই দুটি করে গোল করেন। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলে এগিয়ে ছিল। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখান। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ক্লাব লিগ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগে শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় লালবাহাদুর ব্যায়ামগার ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। ম্যাচটি ৪-০ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। যদিও শক্তির দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে ছিলো লালবাহাদুর। প্রত্যাশা মতোই ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কে পরাজিত করে নিজেদের শক্তির ঝলক দেখালো লালবাহাদুর ক্লাব। প্রথমার্ধের শেষ সময়ে ৪৩ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল। বাকি তিনটি গোল হয় খেলার ৭৫, ৮১ ও ৮৫ মিনিটের মাথায়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, বিপ্লব সিংহ, অসীম বৈদ্য ও অভিজিৎ দাস।

ডেভিস কাপ ২০২৪: সুইডেনে বিশ্ব গ্রুপ টাই ১৪, ১৫ সেপ্টেম্বর

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার ডিএলটিএ-তে কোচ আশুতোষ সিংয়ের নির্দেশনায় সিদ্ধার্থ এবং আরিয়ান উভয়েই ভাল প্রস্তুতি সেরে নিলেন। কারণ তারা ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর সুইডেনের স্টকহোমের ইনডোর হার্ড কোর্টে ডেভিস কাপ ওয়ার্ল্ড গ্রুপ টাইয়ে অংশ নেবেন। .উইরি সিদ্ধার্থ, বর্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তার সার্ভ এবং স্ট্রোক উভয় দিয়েই বলকে চাবুক করতে পারেন। তাছাড়া তিনি বিনোদনমূলক ব্র্যান্ড টেনিসও খেলেন।অন্যদিকে, তরুণ আরিয়ান যে জুনিয়র ইভেন্টে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রাথমিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সারা বিশ্বে প্রো সার্কিটে নজর কেড়েছেন।কোচ আশুতোষ বলেছেন যে দলের বাকিরা -- রামকুমার রামানাথন, এন. শ্রীরাম বালাজি, নিকি পুনাচা এবং মানস ধামনে -- বিভিন্ন টুর্নামেন্ট থেকে সরাসরি স্টকহোমে চলে যাবেন। আগামীকাল শনিবার ভোরে সুইডেনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দলের রওনা হওয়ার কথা আছে। পরিবেশ মানিয়ে নেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ আগে সুইডেন যাচ্ছে ভারতীয় দল।

১ নম্বর খেলোয়াড়, ৭৩ র‍্যাঙ্কড সুমিত নাগালের পরিষেবা ছাড়াও, ভারতীয় দলের একটি স্মরণীয় প্রতিযোগিতামূলক টাই হতে পারে, কারণ সুইডেনের এককদের শীর্ষ ২০০-এ কোনও খেলোয়াড় নেই।

টিএসজেসি-র বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে নতুন ভাবে তিনজন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি হলো। বহুদিন পূর্বেই তারা টি এস জে সির কাছে সদস্যপদ পাবার জন্য আবেদন করেছিলেন। অবশেষে তাদের সদস্যপদ দিলো টি এস জে সি। একই সঙ্গে টি এস জে সির তরফে নেয়া হলো এক উদ্যোগ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুইজন ক্রীড়া বিভাগের সঙ্গে যুক্ত চিত্র সাংবাদিকদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার ও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। খুব শীগ্রই এই দুজন ক্রীড়া বিভাগের চিত্র সাংবাদিকদের আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করবে টি এস জে সি।

প্রথমার্ধে পিছিয়ে থেকে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে টাউন ক্লাবের দুর্দান্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় টাউন ক্লাবের। ব্লাড মাউথ ক্লাবকে চার-তিন গোলে হারিয়ে জয়ের ফিরলো ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কে দুই গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন এর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করতে হয়েছিল। তবে আজ, শুক্রবার ৪-৩ গোলে হারিয়ে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। তিন ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টাউন ক্লাব এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। বিজয়ী দল প্রথমার্ধে ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিল। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ক্লাব লিগ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগে শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব। আজকের এই দ্বিতীয় উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে টাউন ক্লাব ৪-৩ গোলে পরাজিত করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। বিজয়ী টাউন ক্লাবের পক্ষে জেটলি সিংহ, লাল ভেঙ্গা ডার্লং একটি করে এবং অপজিৎ ত্রিপুরা দুটো গোল করেন। এদিকে ব্লাডমাউথের পক্ষে যাবেদ ডার্লং যীষ্ণু পি এবং অনন্ত বিজয় জমাতিয়া প্রত্যেকে একটি করে গোল করেছে। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী টাউন ক্লাবের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

২০২৪ বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব: চীনকে 'সেভেন আপ' খাওয়াল জাপান

টোকিও, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জাপানের টোকিওর সাইতামা স্টেডিয়ামে ২০২৪ বাছাই পর্বের খেলায় বৃহস্পতিবার রাতে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে কী লজ্জায় না ফেলল জাপান ফুটবলাররা চীনা ফুটবলারদের। একের পর এক গোল দিয়ে হজম করাল সাত গোল! একটা গোলও করতে পারেনি চীন।

২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ৭-১ গোলে হেরেছিল স্বাগতিক ব্রাজিল। সেই হারের পরসেলেসাওদের গায়ে বসেছিল 'সেভেন আপ' তকমা। ২০০২ সালে সবশেষ বিশ্বকাপে খেলা চীনের গায়েও এদিন সেই লজ্জার তকমা লাগিয়ে দিল এশিয়ার ফুটবল শক্তি জাপান।

ইউএস ওপেন ২০২৪: ইতালিয়ান সারা এররানি এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি মিশ্র দ্বৈত শিরোপা জিতলেন

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইতালিয় সাররানি এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি ইউএসএস ওপেন ২০২৪-এ দ্বৈত শিরোপা জিতলেন আমেরিকান জুটি টেলর টাউনসেন্ড এবং ডোনাল্ড ইয়ংকে ৭-৬, ৭.৫—তে হারিয়ে।

উইম্বলডন এবং প্যারিস অলিম্পিকের পর এই জয়টি পাঁচবারের মহিলা ডাবলস গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন এরানি এবং ভাভাসোরিকে তাদের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম মিক্সড ডাবলস শিরোপা এনে দিল।

ভাভাসোরি বলেছেন, 'এটা খুবই বিশেষ, সারার সাথে এই জিনিসটি পূরণ করা আমার জন্য একটি স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।' এই পরাজয়ের ফলে টাউনসেন্ড এবং ইয়াং-এর দীর্ঘ অংশীদারিত্বের সমাপ্তি ঘটল। ৩৫ বছর বয়সী ইয়ং টেনিস থেকে অবসর নিলেন।

বিশ্বকাপ বাছাই: চিলিকে হারিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরেস, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এই প্রথম দলে দি মারিয়াও নেই, দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসিও নেই। তাই শুক্রবার চিলির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচটি আর্জেন্টিনার কাছে ছিল একটা পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় ভালভাবে উতরে গেল মেসি-মারিয়া বিহীন আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধের তিন গোল দিল লিওনেল স্কালোনির দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আধিপত্য ধরে রেখে শীর্ষস্থানেই থাকল আর্জেন্টিনা। বুয়েনস আইরেসের স্তাদিও মনুমেন্তালে শুক্রবার চিলিকে ৩-০ গোলে হারাল আর্জেন্টিনা। গোলগুলি করেছেন মার্ক আলিস্তের, হুলিয়ান আলভারেস ও পাওলো দিবালা।

আগেই টেবিলে শীর্ষে ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ৭ ম্যাচে ৬ জয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও সংহত করল আর্জেন্টিনা। পরের ম্যাচে আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার ফাইনালিস্ট কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে।

আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: শুক্রবার বেঙ্গালুরু থেকে ট্রফির ভ্রমণ শুরু

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ২০২৪ সালের মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ট্রফি সফর শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে টাচডাউন করবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর নেক্সাস মলে এবং ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের মালাডের ইনফিনিটি মলে ট্রফিটির এক ঝলক দেখার সুযোগ পাবেন।

অ্যাথলেটিক্সের বয়স ভিত্তিক পশ্চিম জেলার দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে রাজ্যভিত্তিক আসরকে সামনে রেখে। শুক্রবার ঘোষণা করা হয় পশ্চিম জেলার অনুর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বিভাগের বালক ও বালিকাদের দল। জেলার ঘোষিত দলটি হল বালক বিভাগে অনূর্ধ ১৪ -ইজেক দেববর্মা, অনির্বাণ ঘোষ, উদয়ন ঘোষ, প্রসেনজিৎ সরকার, উদয় দাস শুভজিৎ দেবনাথ। অনূর্ধ ১৭ বিভাগে তুষার পাল, রাজা চৌধুরী, রোহিত দাস, আকাশ সরকার, দেবাশীষ রায়, প্রিয়াঙ্ক রুদ্র পাল, ভিকি দাস, জয়দেব রুদ্র পাল। অনূর্ধ ১৯ বিভাগে শুভঙ্কর দাস, দীপ দাস, সৌরভ হোসেন, অনিমেষ দে, অন্তর দাস, ক্ষত্র জয় রিয়াং, রাহুল দাস ও নিশানত মজুমদার। বালিকা বিভাগে ঘোষিত দলটি হল অনূর্ধ ১৪ কাঞ্চালিকা সূত্রধর, জয়শ্রী সাহ, রিমশা মিত্র, দেবযানী দত্ত, কাথানচিতা সূত্রধর। অনূর্ধ ১৭ বিভাগে অনামিকা সূর রায়, অরিজিতা সাহা, প্রিয়া গর, পূর্ণিমা দাস, মহিমা সাহা, অন্তরা ঘোষ, মুনা ঘোষ, পারমিতা ঘোষ। অনূর্ধ ১৯ বিভাগে জয়ন্তী রায় স্নিগ্ধা মোদক স্নিগ্ধা চৌধুরী পিয়ালী দাস দেবী দেবনাথ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভারত ও ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরায় শান্তি ও পুনর্বাসনের জন্য এনলএফটি ও এটিটিএফ-কে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরায় শান্তি ও পুনর্বাসনের জন্য এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-কে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে। এনএলএফটি এবং এটিটিএফ গোপন কার্যকলাপ বন্ধ করতে, তাদের সশস্ত্র সংগঠনগুলিকে ভেঙ্গে দিতে এবং ভারতীয় আইন মেনে চলতে সম্মত হয়েছে। উভয় গোষ্ঠীই সমস্ত অস্ত্র সমর্পণ করবে, চুক্তি স্বাক্ষরের পরে অস্ত্র রাখা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর মধ্যে গত ৪ আগস্ট স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে একথা বলেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, একটি স্ক্রিনিং কমিটি দলগুলির জমা দেওয়া ক্যাডারদের তালিকা যাচাই করবে, যাতে শুধুমাত্র যাচাইকৃত সদস্যরা পুনর্বাসনের সুবিধা পান। যাচাইকৃত ক্যাডাররা তিন বছর পর্যন্ত পুনর্বাসন শিবিরে থাকবে, ছুতোরের কাজ, সেলাই এবং কৃষিকাজের মতো দক্ষতার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতিটি যাচাইকৃত ক্যাডার প্রাথমিকভাবে ৪ লক্ষ টাকা করে পাবেন, যা তারা তিন বছর পর উঠিয়ে নিতে পারবেন যদি তারা ভালো আচরণ প্রদর্শন করেন। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সরকারি নিয়োগ অভিযান এবং স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে সম্ভাব্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান অর্জনে ক্যাডারদের সহায়তা করা হবে। ক্যাডাররা মাসিক তিন বছরের জন্য ৬ হাজার টাকা করে পাবেন। তিনি বলেন, সরকার কৃষি, মৎস্যচাষ এবং জৈব চাষের মতো বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে। ক্যাডারদের মধ্যে জমি বরাদ্দের বিষয়টিও যোগ্যতা সাপেক্ষে খতিয়ে দেখা হবে। সম্মতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি এই চুক্তি বাস্তবায়নের তদারকি করবে। ভারত সরকার ২৫০ কোটি টাকার একটি বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজ অনুমোদনের কথা বিবেচনা করতে পারে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জনজাতি জনগণের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এই ২৫০ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণ করবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় আবাসনের সুবিধাও রাজ্য সরকার ক্যাডারের জন্য বিবেচনা করতে পারে।

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধে জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর: জলের দাবীতে আবারো পথ অবরোধ করলো ২০৮নং জাতীয় সড়কের শ্রীরামপুর এডিসি ভিলেজ সংলগ্ন শ্রীরামপুর এডিসি ভিলেজের জনজাতিরা। জলের দাবী নিয়ে আজ সকাল ৯টা থেকে শ্রীরামপুর এডিসি ভিলেজের সামনে জনজাতিরা কমলপুর - খোয়াই ভায়া আগরতলা ২০৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এতে রাস্তার দুই দিক থেকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। এবং যাত্রী জনসাধারনের দুর্ভোগ চরমে উঠে।

অবরোধের খবর শুনে কমলপুর থানার পুলিশবাহিনী ও পানীয় জল, স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে এসে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেন কিন্তু অবরোধকারীরা তাদের কথা মানেননি। অবরোধকারীদের বক্তব্য, দুদিন পর পর জলের সাপ্লাইয়ের মেশিন বিকল হয়ে পড়ে। এবার গত ১৫ দিন যাবত গ্রামে জল নেই।

তাদের দাবী জলের মেশিন নতুন এনে আজই বসিয়ে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। জলের তীব্র সমস্যার জন্য আজ নিয়ে এই এলাকায় ৮বার পথ অবরোধ করা হয়। কমলপুর পানীয় জল স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা প্রতিটি পথ অবরোধ স্থানে এসে জলের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন, কিন্তু পরবর্তীতে জলের ব্যবস্থা করা হয় না। প্রচন্ড দুর্ভোগে পড়ে জনজাতিরা আজ পথ অবরোধ করেছেন বলে জানালেন জনজাতি রমনীরা।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। চুরির ঘটনার ফলে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে গতকাল রাতের আধারে বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল ব্যাটারি, গাড়ির মেশিন সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

দোকান মালিক লক্ষণ দে জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। আজ সকাল বেলা দোকানে এসে দেখতে পান দোকানের তালা ভাঙা। ভেতরে প্রবেশ করেই চুরি হওয়ার বিষয়টি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

গন্ডাতুইসা ঃ ক্ষতিগ্রস্ত বাজার ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ২৩৯ কোটি টাকা প্রকল্প ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর : সমাজদ্রোহীদের কোন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচিতি নেই। আইন আইনের পথেই চলবে। কেউই ছাড়া পাবে না। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন এবং বিধায়ক রামু দাস আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি ছিল 'একটি সন্দেহমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৫ আগস্ট রাতে জিরানীয়া মহকুমার কৈতরাবাড়ি গ্রামে নিরীহ গ্রামবাসীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া ও হামলা সংগঠিত করা সম্পর্কে'। এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে। যা আগে কখনও দেখা যায়নি। রাজ্যে কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্থদের আইনমাফিক সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ নিয়ে আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন।

বন্যার ফলে বেহাল দশায় রাস্তা, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ সেপ্টেম্বর: বন্যায় বিলোনিয়া শান্তিরবাজার প্রধান সড়কের ছয়ঘড়িয়া চোদ্দ দেবতা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা দুভাগ হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যেহেতু জেলা সদর বিলোনিয়া এবং শান্তিরবাজার মহকুমায় জেলা হাসপাতাল এবং জেলা পরিবহন দপ্তরের অফিস রয়েছে তাই বিলোনিয়া শান্তিবাজার যোগাযোগের একমাত্র প্রধান এই রাস্তাটির গুরুত্ব অনেকটাই বেশি।

যদিও রাস্তা ভাঙ্গার পরে দপ্তর বিকল্প একটি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে যাতায়াতের জন্য। কিন্তু সেই রাস্তাটি বর্তমানে মরণ ফাঁদে পরিনত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার অবস্থা এত খারাপ যে নিয়মিত এম্বুলেন্স রোগী নিয়ে যথা সময়ে জেলা হাসপাতালে পৌঁছাতে পারছে না। এছাড়াও জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস থাকার কারণে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অনেক দিন ধরে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকলেও পূর্ত দপ্তরের কোন হেলদোল নেই এমনই অভিযোগ বরঞ্চ পূর্ত দপ্তর বিলোনিয়া ডিভিশন এবং শান্তিরবাজার ডিভিশন একে অপরের উপর দোষ চাপিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে। এদিকে নাজেহাল অবস্থা নিত্যযাত্রী থেকে ইমারজেন্সি রোগীদের। সাধারণ মানুষের একটাই বক্তব্য, যে ডিভিশনের এই দায়িত্বে থাকুক না কেন রাস্তাটা চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া তাদের দরকার কারণ তারা সরকারেরই একটি দপ্তর।

যদিও ওই এলাকাটির একটি অংশ বিলোনিয়া ও অপর একটি অংশ শান্তিরবাজার মহকুমার অধিনে। এরমধ্যে পুরো এলাকাটি রয়েছে শান্তিরবাজার পূর্ত দপ্তরের অধীনে। তাই শান্তিরবাজার ডিভিশনকে এই বিকল্প রাস্তার কাজকে দ্রুততার সাথে করে দেওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে মূল রাস্তাটিকেও দ্রুততার সাথে মেরামত করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে মানুষ। শুক্রবার সকাল থেকে এলাকাবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগায়। এখন দেখার বিষয় পূর্ত দপ্তর জনগণের কথা মাথায় রেখে কত দ্রুত এ রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী করে দিতে পারে।

আটক দুই দাগি চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: মধুপুর থানার পুলিশ দুই দাগি চোরকে গবাদিপশু সহ আটক করতে সক্ষম হয় দেবীপুর সীমান্ত এলাকা থেকে। জানা যায় সেই দুই দাগি চোরের নাম প্রসেনজিৎ দেববর্মা এবং বিপ্লব দেববর্মা, তাদের উভয়ের বাড়ি দেবীপুর এলাকায়।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মধুপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে দুই চোর দুইটি গরু চুরি করে সীমান্ত এলাকার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে মধুপুর থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে ওতপেতে বসে থাকে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ দুই চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়। পরে মধুপুর থানার পুলিশ তাদেরকে গরুসহ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে মধুপুর থানায়।এদিকে পরবর্তী সময়ে খবর নিয়ে জানা যায় যে দুটি গরু দেবীপুর গোশালা আশ্রম থেকে চুরি হয়েছিল। অন্যদিকে গোশালা আশ্রমের ম্যানেজার গৌরব যাদব মধুপুর থানায় দুটি গরু চুরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে এজাহার করেছিল। পরবর্তী সময়ে দুই চোরকে গবাদি পশু সহ দেখতে পেয়ে তিনি জানান সেই দুটি গবাদিপশু গোশালা আশ্রম থেকে চুরি হয়েছিল। এমনকি পশু দুটির কানের মধ্যে চিহ্ন রয়েছে আশ্রমের দেওয়া। তা দেখে অতি তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এদিকে মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জি জানান দীর্ঘদিন যাবত তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা পড়েছিল থানায় গরু চুরি নিয়ে। অবশেষে তাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের সাথে কারা যুক্ত রয়েছে অতি দ্রুত বের করে তাদেরকে জালে তুলার পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে সূত্রের খবর গোশালা আশ্রমের কিছু শ্রমিকও চোরের দলের সাথে হাত মিলিয়ে সেই কাজ করছে। তাদেরকেও জালে তোলা হবে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর। যে সমস্ত যানবাহনের সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং মামলা নেওয়া হচ্ছে। আজ জিবি বাজার এলাকায় অভিযানে নেমে একথা বলেন ট্রাফিক পুলিশের এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত এসপি সুধাম্বিকা আর, দীপক কুমার সরকার এবং অন্যানরা।এদিন এসপি সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য বলেন, শহরের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র এলাকায় গাড়ি মোটর বাইক স্কুটি সহ নানান যানবাহন যেখানে খুশি সেখানেই পার্কিং করে চলছে জনগণ। মূলত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে আজকের এই অভিযান। বেশ কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাতে যানযট সৃষ্টি হচ্ছে।এদিন তিনি আরও বলেন, তাছাড়া যে সমস্ত যানবাহন সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং মামলা নেওয়া হচ্ছে।

প্রয়াত সুরজিৎ দত্তের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অমরপুরের কামারিয়াখোলা দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে।

প্রয়াত ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জননেতা সুরজিৎ দত্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কামারিয়াখলা দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বন্যা কবলিত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিলেন কর্পোরেটর অভিষেক দত্ত।

প্রয়াত বিধায়কের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ,জীবতকালে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা ধর্মের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাকে স্মরণ করেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগরতলায় শ্রমদপ্তর কার্যালয়ে চাকুরী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট: একটি বেসরকারি কোম্পানিতে নিয়োগের লক্ষ্যে শুক্রবার আগরতলায় শ্রমদপ্তর কার্যালয়ে এক চাকুরীমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার সহযোগিতায় এক চাকুরী মেলার আয়োজন করে। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ২৫ জন লোক নিয়োগ করা হবে। তাকে কেন্দ্র করেই এই চাকরি মেলা, জানালেন অধিকর্তা অসীম সাহা। উল্লেখ্য বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে যাতে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান করা যায় সেই লক্ষ্যে এইধরনের চাকরি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে প্রতিবছর বেশ কিছু সংখ্যক বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে।

এলাকার একমাত্র ব্রীজের অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৬ আগস্ট: জীবন ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন অর্ধ সমাপ্ত ব্রিজের উপর দিয়ে চলাচলে বাধ্য চালিতাছড়ি এলাকার কয়েক হাজার জনগন। মনু নদীর উপর দিয়ে চালিতাছড়ি এলাকার জনগণের চলাচলের একমাত্র সম্বল লোহার ফুট ব্রিজটি সাম্প্রতিক বন্যায় ভেসে যাওয়ায় প্রতিদিন জীবন ঝুঁকি নিয়ে পাশের অর্ধ সমাপ্ত লোহার ব্রিজ দিয়ে চলাচলে বাধ্য স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।

সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মনু নদীর উপর নির্মিত একটি লোহার ফুট ব্রিজ, চালিতাছড়ি এলাকাকে সাব্রুমের হরিনা বাজারের সাথে সংযুক্ত করত আর এই চালিতাছড়ি এলাকার লোকজনরা পুরোপুরি নির্ভরশীল হরিনা বাজারের উপর। এমনিতেই লোহার ফুট ব্রিজটির অবস্থা ছিল খুবই জরাজীর্ণ।

তার উপর সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণে লোহার ফুট ব্রিজটি জলের তোড়ে ভেসে যায়।

যার ফলে বর্তমানে খুবই বিপদজনকভাবে এক প্রকার জীবন হাতে নিয়ে এলাকার লোকজনরা এই লোহার ফুট ব্রিজটির পাশে নির্মীয়মান অর্ধ সমাপ্ত লোহার ব্রিজ দিয়ে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে অবস্থা এতটাই খারাপ যে এলাকার সচেতন নাগরিক থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী সহ এলাকার সকলের দাবি যেন আপাতত এই ব্রিজ দিয়ে চলাচলের বিকল্প একটা ব্যবস্থা করা হয়।

মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্যও কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঃ ঋর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরা মহিলা কমিশন গার্হস্থ্য হিংসা, অত্যাচার, পণ প্রথা, ধর্ষণ, অপহরণ, খরপোস, পারিবারিক বিরোধ এমন ২২ ধরণের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্যও কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের মতো নির্মম ঘটনা প্রতিরোধেও কমিশন সারা রাজ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঋর্ণা দেববর্মা এই সংবাদ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান, রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অভিযান প্রকল্পে কমিশন আগামী ১১ সেপ্টেম্বর খোয়াই জেলায়, ১৮ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলায়, ২৫ সেপ্টেম্বর দামছড়ায় এবং ২০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে শিবির সংগঠিত করবে। আগামী ৪-অক্টোবর মুক্তধারা হলে সাইবার ক্রাইম এর উপর সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মনগর সার্কিট হাউজে কাউন্সিলিং ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় কমিশন থেকে রাজ্যের বহু বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হয়েছে। সোনামুড়ায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। পানিসাগরে লিগ্যাল সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। শান্তির বাজারে কাউন্সিল ক্যাম্প আয়োজিত হয়। কমিশনের ১টি ফ্রি লিগ্যাল এইড ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই এই চার মাসের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, মহিলাদের গত চার মাসে মোট ৪৪৪টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়েছে। ১৫৩টি কেস-এ উভয় পক্ষ এসেছে। ১৫৩টি কেস এর মধ্যে ৪৭টি কেস এর মীমাংসা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা বাদে ৭টি জেলায় ৩৭টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। এর মধ্যে ৯টি কেস-র মীমাংসা করা হয়। ৬৩টি কেস এর জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৪০টি কেস স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি জানান, ৩ জনকে শেল্টার হাউজে পাঠানো হয়েছে। ১৪টি কেস আবেদনক্রমে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ২০টি স্যুয়োমোটো মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এই এক বছরে মহিলাদের ২২টি কারণে মোট ১৩৫৬টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। ৪০৯টি কেস এ উভয়পক্ষ এসেছে। ৪০৯টি কেস এর মধ্যে ১৫৩টি কেস এর মীমাংসা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা বাদে ৭টি জেলায় ১১৪টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। এর মধ্যে ২৪টি কেস-র মীমাংসা করা হয়। ১৮০টি কেস এর জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ১৬৪টি কেস স্থগিত রাখা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী এবং সদস্যসচিব মাধব পাল উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যামন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর: শুক্রবার কমলপুরের হালহালী বিমল সিংহ কমিউনিটি হলে ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বিদ্যামন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী হরে কৃষ্ণ বনিক, বিশেষ অতিথি সঞ্জীব আহির, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুস্মিতা দেব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষনে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অঞ্জন সুত্র ধর। অনুষ্ঠানে সমাজে বিনামূল্যে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের সম্মাননা প্রদান করা, ছোট ও বড়দের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা মেধা ছাত্র ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করা ইত্যাদি।

খুঁটিপূজার মাধ্যমে দুর্গা উৎসবের সূচনা করল ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ আগস্ট: খুঁটিপূজার মাধ্যমে দুর্গা উৎসবের সূচনা করেন কমলপুর শহরের ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব।কমলপুরের ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবার দুর্গা পূজা ৫১ বছরে পা দিয়েছে। এবার পূজার বাজেট ১৯ লক্ষ টাকা।

শহরের আরো পাঁচটা ক্লাবের সাথে পাল্লা দিয়ে ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব জাঁকজমকভাবে পূজা করে আসছে। এবারো এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। প্রতি বছর শহরের ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাব দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে।এবারো রক্তদান, দুঃস্থদের বস্ত্রদান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান ইত্যাদি। এবিষয়ে ইয়ুথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি টম ঘোষ সরকার ও সম্পাদক প্রশান্ত সাহা জানান।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৬ জন শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান একটি সামাজিক সংস্থা। প্রতিরাতে ফুটপাথে থাকা লোকেদের খাবার প্রদান করে।এই কাজের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের ৬৩ তম জন্মদিবসে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানও এতে সামিল হয়। দিনটি অনাড়ম্বর ভাবে পালন করা হয়। রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান ৬জন শিক্ষক ও শিক্ষিকার হাতে মানপত্র, উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের বরণ করে নেন। মোহনপুর নলগড়িয়াস্থিত অবসরপ্রাপ্ত ধীরাজ মোহন চৌধুরী, কদমতলীস্থিত আগরতলা অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণী গোস্বামী, আগরতলার বড়দোয়ালীস্থিত অবসরপ্রাপ্ত মানিক দত্ত, বড়দোয়ালীস্থিত শেলী কর, প্রতাপগড়স্থিত অবসরপ্রাপ্ত শান্তি রঞ্জন দেবনাথ, মিলন সংঘস্থিত অবসরপ্রাপ্ত বাবুল ঘোষ। এদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে সংস্থার সদস্যরা তাদের সম্মাননা প্রদান করেন। এই সম্মাননা প্রদানের সময় শিক্ষক, শিক্ষিকাদের চোখে জল আসতে দেখা যায়। প্রত্যেকেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এরা বারবার অতীতকে স্মরণ করতে থাকে। কর্মজীবনের দিনগুলি ও ছাত্র ও শিক্ষকের মেলবন্ধন উল্লেখ করতে থাকেন। রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের পক্ষ থেকে তারা এই সম্মান গ্রহণ করে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সমস্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রূপা রায় দাস, সম্পাদক দীপক কুমার পাল, কার্যকরী কমিটির সদস্য তন্ময় রায়, রাজীব ব্যানার্জি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।